NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন

৪ বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪২তম জন্ম এবং ৬২তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে বিশেষ

পাণ্ডুয়ায় মাইক বাজানো নিয়ে বচসার জেরে পিটিয়ে খুন যুবক ৫

কলকাতা ১ জুলাই ২০২৪ ১৬ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 1.7.2024, Vol.18, Issue No. 22 8 Pages, Price 3.00

৩০তম সেনাপ্রধান পেল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: মনোজ পাণ্ডের অবসরের পর 'চিফ অফ আর্মি স্টাফ' পদে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত হলেন লেফটেনান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। দেশের ৩০ তম সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অভিজ্ঞ এই আধিকারিক। উল্লেখ্য, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ভাইস চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদে দায়িত্ব নিয়েছিলেন জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। মাত্র ৪ মাসের মধ্যেই পদন্নতি হল তাঁর। লাদাখ, অরুণাচলে লালফৌজের আগ্রাসন রুখতে সেনাবাহিনীতে ৪ দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই আধিকারিকের উপরই ভরসা রাখছে কেন্দ্র।

উপেন্দ্র দ্বিবেদীর দীর্ঘ ৪০ বছরের সার্ভিস কেরিয়ারে যদি নজর রাখা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে, কর্মসূত্রে উত্তর ও পূর্ব ভারতকে কার্যত চষে ফেলেছেন তিনি। ১৮ জম্মু ও কাশ্মীর রাইফেলসের কমান্ড অফ রেজিমেন্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে একে একে আসাম রাইফেলস ব্রিগেড, ইন্সপেক্টর জেনারেল, আসাম রাইফেলস(পূর্ব), হিমাচল প্রদেশের ৯ কর্পস-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। এছাড়া ২০২২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নর্থান আর্মি কম্যান্ডারের ভাইস চিফ অব আর্মি স্টাফ পদে কর্মরত ছিলেন দ্বিবেদী। একদিকে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস দমনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তো বটেই চিন-লাদাখ সীমান্ত সংঘাতের সময় চিনের সঙ্গে আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এই আধিকারিক।

নিট অনলাইনেই

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। দেশজুড়ে তোলপাড় চলছে। কেন এখনও নীরব মোদি, এই প্রশ্নও তুলছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যেই অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জানা গেল, আগামী বছর থেকে আর খাতা-কলমে নয়, অনলাইনেই হতে পারে নিট পরীক্ষা। সোম বা মঙ্গলবারই হতে পারে ঘোষণা। এমনটাই দাবি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের। এদিকে জানা গিয়েছে, এবছরের বাতিল ইউজিসি-নেট পরীক্ষা হতে পারে ২১ অগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

ক্ষমা চাইতে হবে

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মন্তব্যের জেরেই এবার প্রধানমন্ত্রীকে 'অহংকারী' বলে আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি মুসলিমদের কাছে তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুললেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। প্রধানমন্ত্রীকে অহংকারী বলে আক্রমণ শানতে নোবেলজয়ী বলেন, 'অত্যন্ত অহংকারী দেশের প্রধানমন্ত্রী। যেভাবে উনি নিজেকে জাহির করেন এবং বিরোধীদের অবহেলা করেন তাতে ওনার অহংকার স্পষ্ট। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও শরিকদের ভরসায় তাঁকে লোকসভায় বসতে হয়েছে।'

বিস্তারিত দেশের পাতায়

ভোটের পর মোদির প্রথম 'মন কি বাত'

মনের কথায় এল গণতন্ত্র, সংবিধান ও বৃক্ষরোপণ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: লোকসভা ভোটে জয়ের পর রবিবার প্রথম 'মন কি বাত' সম্প্রচার করল আকাশবাণী। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এনডিএকে আবার নির্বাচিত করে ক্ষমতায় ফেরানোর জন্য ধন্যবাদ জানালেন দেশবাসীকে। সংবিধানে অটুট আস্থা রাখার জন্য তাঁদের কুর্নিশও জানালেন।

'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন মোদি। নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয় তাঁর। তৃতীয় বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রবিবার এই অনুষ্ঠানে ভোটে জেতানোর জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, 'দেশের সংবিধান এবং গণতন্ত্রের উপর অটুট আস্থা রাখার জন্য আজ দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাই। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট পৃথিবীতে বৃহত্তম নির্বাচন ছিল। কোনও দেশে এত বড় ভোট হয়নি, যেখানে ৬৫ কোটি মানুষ ভোটদান করেছেন।'

আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি দেশে জারি হওয়ার পর 'মন কি বাত' বন্ধ হয়ে যায়। ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ বার হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। মোদি জানিয়েছেন, অনুষ্ঠান বন্ধ হলেও দেশে এই নিয়ে উদ্দীপনা ছিল যথেষ্ট। তিনি জনতার সঙ্গে যোগাযোগ মিস্ করেছেন বলেও জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ফেব্রুয়ারি থেকে অপেক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত দিনটা এল। কয়েক মাসের জন্য মন কি বাত অনুষ্ঠান বন্ধ হলেও তার উদ্দীপনা, দেশ, সমাজের জন্য প্রতি দিন স্বার্থহীনভাবে যে ভাল কাজ করা হচ্ছে, সমাজের উপর অনুষ্ঠানের যে প্রভাব পড়ছে, তা কিন্তু অপ্রতিহত থেকে গিয়েছে।'

অনুষ্ঠানে অলিম্পিক্সে যোগদানকারী ভারতীয় খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করার কথা বলেছেন মোদি। সে জন্য 'চিয়ারফরভারত' হ্যাশট্যাগ ব্যবহারের কথাও বলেছেন। তাঁর কথায়, 'পরের মাসে এই সময়ে অলিম্পিক্স শুরু হয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত, আপনারা সকলে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। অলিম্পিক্সের জন্য আমিও খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানাই। টোকিয়ো অলিম্পিক্সের স্মৃতি এখনও আমাদের মনে স্পষ্ট, কারণ ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সকলের মন জয় করেছিলেন। তখন থেকেই আমাদের খেলোয়াড়েরা প্যারিস অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।'

রবিবার ছিল হুল দিবস। সেই প্রসঙ্গও এসেছে মোদির কথায়। পাশাপাশি, মাকে সঙ্গে নিয়ে একটি করে গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি দেশবাসীকে। মায়েদের সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রীর। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, বিশ্বের দরবারে ভারতীয় ছবির সাফল্য নিয়েও মোদি কথা বলেছেন 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে। ২০১৪ সালের অক্টোবরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগস্থাপনের জন্য এই অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন মোদি। ২২টি ভারতীয় ভাষা, ২৯টি উপভাষা, ফরাসি, চিনা, আরবি-সহ ১১টি বিদেশি ভাষায় সম্প্রচার করা হয়। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর ৫০০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে হয় সম্প্রচার।

আজ থেকে দেশে চালু ন্যায় সংহিতা-সহ নতুন ৩ আইন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: আজ থেকেই গোটা দেশ জুড়ে চালু হচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-সহ নতুন তিন অপরাধমূলক আইন। বিরোধীদের ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই তিন আইন কার্যকর করছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। ১ জুলাই অর্থাৎ আজ থেকে ভারতীয় আইন ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি মুছে যাবে ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া নিয়মগুলি। তার বদলে জায়গা করে নেবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার করা ভারতের নতুন আইন। কেন্দ্রের দাবি, এত দিন আইনে সাজার কথা বলা ছিল। এ বার নতুন আইনের নামের মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায় পান সেই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

মোদি সরকারের এই তিন আইন নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। সংসদে এই বিল পেশ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় বিরোধিতা। লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিল নিয়ে আলোচনায় অংশও নেয়নি বিরোধী দলগুলি। শুধু সংসদের ভিতরে নয়, বাইরেও তা নিয়ে সমান প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বেও তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বক্তৃতার বড় অংশ জুড়ে ছিল ন্যায় সংহিতা নিয়ে প্রতিবাদ।

এমনকি, এই আইন বাতিলের দাবিতে আইনি রাস্তাতেও হেঁটেছিল বিরোধীরা। সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়। ধোপে টেকেনি অভিযোগ। তবে এত বিতর্কের মধ্যেও সংসদের দুই কক্ষেই পাশ হয়ে যায় তিন অপরাধমূলক আইনের বিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সেই বিলে সই করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দেয়, কবে থেকে দেশে এই তিন নতুন আইন কার্যকর হবে। ভারতীয় বিধানে ন্যায়দণ্ডের কাছে সবাইকে সমান চোখে দেখার কথা বলা রয়েছে। নতুন তিন আইন দেশে প্রতিষ্ঠিত করল নতুন ন্যায়'দণ্ড'।

'নির্মম ও অসাংবিধানিক', সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-সহ নতুন তিন অপরাধমূলক আইন আজ থেকেই গোটা দেশে চালু হচ্ছে। তার আগের দিন ফের নতুন এই তিন আইনের বিরোধিতায় সরব হল তৃণমূল। রবিবার রাজ্যের শাসকদলের তরফে আইনগুলিকে 'নির্মম এবং অসাংবিধানিক' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মোদি সরকারের এই তিন আইন নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। সংসদে এই বিল পেশ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় বিরোধিতা। লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিল নিয়ে আলোচনায় অংশও নেয়নি বিরোধী দলগুলি। শুধু সংসদের ভিতরে নয়, বাইরেও তা নিয়ে সমান প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। রবিবার তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, এর আগে প্রস্তাবিত তিন আইনের বিভিন্ন অংশে আপত্তি জানিয়েছিলেন তিনি এবং দলের লোকসভার সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। কংগ্রেসের তরফে আপত্তি জানিয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম। আর এক বিরোধী দল ডিএমকে-র তরফে আপত্তি জানিয়েছিলেন এনআর এলানগো এবং দয়ানিধি মারান। বিরোধীদের তরফে সংসদীয় কমিটিতেও যে এই তিন আইনের বিরোধিতা করা হয়েছিল, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন ডেরেক।

চোপড়ার যুগলকে মারধরের ঘটনায় ধৃত তৃণমূল নেতা জেসিবি

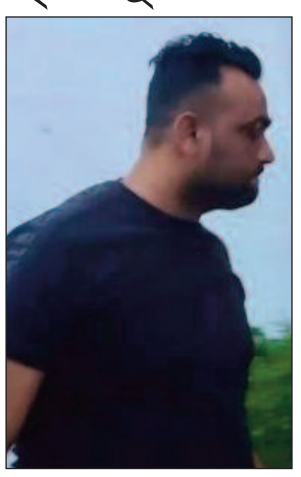

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: চোপড়ায় যুগলকে রাস্তায় ফেলে পেটানো তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইসলামপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে খবর।

রবিবার দুপুরেই তৃণমূলের চোপড়ার নেতা তাজম্মুল ওরফে জেসিবির একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। সেই ভিডিওয় দেখা যায় এক তরুণীকে রাস্তার মধ্যে ফেলে এক ছড়া কঞ্চি দিয়ে বেধড়ক মারছেন জেসিবি। মার খেতে খেতে গুটিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলা হচ্ছে। তার পরে আবার শুরু হচ্ছে মার। একইসঙ্গে এক তরুণকেও একই ভাবে মারতে দেখা যায় তাঁকে।

তবে ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই শুরু হয়েছিল বিতর্ক। একে একে মুখ খুলতে শুরু করেছিলেন রাজ্যের বিরোধীরা। পরে ইসলামপুরের পুলিশ সুপারও জানান, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য অভিযানও শুরু করে এলাকায়। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রবিবার সন্ধ্যায় জেসিবিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যে ঘটনার প্রেক্ষিতে তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল, সেই ঘটনা দিন দু'য়েক আগেই চোপড়া থানা এলাকার লদীপুরে ঘটেছিল বলে জানিয়েছিলেন ইসলামপুরের পুলিশ সুপার ড. জেবি থমাস কে। তবে তৃণমূলকে এ বিষয়ে তৎপর হতে দেখা যায় রবিবার, ঘটনাটির ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরে। সূত্রের খবর এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হতেই উত্তর দিনাজপুরের তৃণমূল জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল বলেন, 'আমরা চাই জেসিবিকে গ্রেপ্তার করা হোক'। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই গ্রেপ্তার হন এলাকার তৃণমূল নেতা জেসিবি। যদিও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের দাবি, তাঁরা এই নিয়ে ভিডিও প্রকাশ না করলে চোপড়ার ওই তৃণমূল নেতা এই কাণ্ড ঘটানোর পরও গ্রেপ্তার হতেন না।

রবিবার দুপুরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে ভিডিওটি পোস্ট করেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সেলিম লেখেন, 'সালিশি সভাও নয়। অপরাধের বিচার এবং শাস্তি দিচ্ছে তৃণমূলের পোষা গুন্ডা। যার ডাকনাম জেসিবি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে এ ভাবেই বিচার ব্যবস্থাকে দুরমুশ করা হচ্ছে চোপড়ায়।' পরে একই ভিডিও পোস্ট করে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য লেখেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে থাকা বাংলার কুৎসিত মুখ।... প্রত্যেক গ্রামেই সন্দেশখালি রয়েছে।'

বিহারের জেল থেকে গ্যাংস্টার সুবোধকে হেপাজতে নিল সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারের 'গ্যাংস্টার' সুবোধ সিং-কে নিজেদের হেপাজতে নিল সিআইডি। শুধু তাই নয়, সুবোধ সিংকে রাজ্যে নিয়ে এল সিআইডি। বাংলায় একাধিক অপরাধের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তাঁর।

খুন, খুনের হুমকি, ডাকাতি, তোলাবাজি; কী অভিযোগ নেই তাঁর বিরুদ্ধে! রাজ্যে সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া প্রায় সব ধরনেরই অপরাধের ঘটনাতেই তাঁর নাম জড়িয়েছে। বিহারের জেলে বসেই যে গ্যাংস্টার যাবতীয় কলকাঠি নাড়ছেন, তদন্তে তা বার বার উঠে এলেও তাঁকে কিছুতেই নাগালে পাচ্ছিলেন না তদন্তকারীরা। অবশেষে আসানসোলের রানিগঞ্জে ডাকাতি ও গুলিকাণ্ডের তদন্তে সেই সুবোধ সিংকে ধরে আনল সিআইডি।

দীর্ঘ দিন ধরে বিহারের বেউর জেলে বন্দি ছিল সুবোধ। রবিবার তাঁকে আসানসোল আদালতে হাজির করানো হয়। তাঁকে ১৪ দিন নিজেদের হেপাজতে রাখতে চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল পুলিশ। কিন্তু বিচারক আপাতত সুবোধের এক দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সোমবার তাঁকে ফের আদালতে হাজির করানো হবে। আদালতে হাজির করানোর সময় সুবোধ অবশ্য বলেন, 'আমি ছ'বছর ধরে জেলবন্দি। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। বাংলার পুলিশ অপরাধ আটকাতে পারছে না। তাই আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে এখন!'

চলতি মাসেই রানিগঞ্জ ও হাওড়ার ডোমজুড়ে সোনার দোকানে ডাকাতি হয়। দু'টি ঘটনাতেই নাম জড়ায় সুবোধের। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তে উঠে এসেছে, রানিগঞ্জে ডাকাতির ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন সোনু সিং। সে সুবোধের দলেরই সদস্য। সোনু-সহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। অন্যদিকে, ডোমজুড়ের ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার না হলেও তদন্তকারীদের দাবি, এর নেপথ্যে রয়েছে বিকাশ ঝা নামে বিহারের সমস্তিপুরের এক দুষ্কৃতীদল। সুবোধই যার মাথায় রয়েছে। সিআইডির তদন্তকারীদের দাবি, সুবোধকে জেরা করলে তাঁর দল সম্পর্কে আরও বিশদে ধারণা তৈরি হবে। পাশাপাশি সোনার দোকানে বা স্বর্ণ ঋণ প্রদানকারী সংস্থায় ডাকাতির তদন্তেরও কিনারা করা সম্ভব হবে।

এবার ঝাড়গ্রামে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ফের চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু। ঝাড়গ্রামের ঘটনা। জামবনির খাটখুরা এলাকায় দুই যুবককে চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ন'দিন চিকিৎসার পর এক বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। অপর বন্ধু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে। মৃতের পরিবারের দাবি, গত ২২ মে সৌরভ সাউ তাঁর মায়ের স্কুটি নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে জামবনি থানার অন্তর্গত খাটখুরা এলাকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। বিকেলে খাটখুরা এলাকার রাস্তা ধরে ফিরছিলেন তাঁরা। আচমকা চোর সন্দেহে তাঁদের উপর চড়াও হয় কয়েক জন। অতর্কিতভাবে মারধর করা হয় সৌরভ এবং তাঁর বন্ধুকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, খাটখুরা এলাকায় একটি রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল। সেখানে ঠিকাদারি সংস্থার রাস্তা নির্মাণের গাড়ি রাখা ছিল। ওই গাড়ি থেকে জিনিসপত্র চুরির অভিযোগ ওঠে। সেখান থেকেই ওই গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামবনি থানার পুলিশ। দু'জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঝাড়গ্রাম সরকারি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ন'দিন চিকিৎসার পর মৃত্যু হয়েছে সৌরভের। মৃতের বাবা অবনী সাউ পেশায় টোটোচালক। ছেলের মৃত্যু নিয়ে তিনি বলেন, 'ও এক বন্ধুর সঙ্গে মায়ের স্কুটি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল সে দিন। এলাকার মানুষজন চোর সন্দেহে আমার ছেলে ও তার বন্ধুকে মারধর করে। পরে আমরা বিষয়টি জামবনি থানা মারফত জানতে পেরে হাসপাতালে আসি। এখানে এসে দেখি আমার ছেলে ও তার বন্ধু ভর্তি রয়েছে। রবিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছেলের মৃত্যু হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'চোর সন্দেহে কাউকে এ ভাবে মারা ঠিক নয়। তার জন্য তো পুলিশ-প্রশাসন রয়েছে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' এই ঘটনায় এখনও গ্রেপ্তারির কোনও খবর নেই। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, '২২ তারিখের ওই ঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

সুনীতাকে নিয়ে বড় বার্তা ইসরো প্রধানের

শ্রীহরিকোটা, ৩০ জুন: কথা ছিল গত ১৩ জুন পৃথিবীতে ফিরবেন সুনীতা উইলিয়মস ও তাঁর মহাকাশ সঙ্গী বুচ উইলমোর। তবে যে যানে তিনি ফিরবেন সেখানে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দফায় দফায় পিছিয়ে গিয়েছে ফেরার তারিখ। বাড়ছে উদ্বেগ, আশঙ্কা। যদিও দুর্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মহাকাশচারীকে নিয়ে আশার কথা শোনালেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা প্রধান এস সোমনাথ। জানালেন, সুনীতার ফিরে আসা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন দীর্ঘ সময় ধরে থাকার জন্য অত্যন্ত সুরক্ষিত জায়গা। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইসরো প্রধান বলেন, 'বিষয়টা শুধু সুনীতার ক্ষেত্রে নয়, যে কোনও মহাকাশচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উনি যখন গিয়েছেন তখন ওনাকে ফিরিয়েও আনা হবে। বোয়িং স্টারলাইনার নামক মহাকাশযানের পরীক্ষার জন্য এই মহাকাশ যাত্রা। যার উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশে গিয়ে যাত্রীকে নিরাপদে মাটিতে ফেরানো। স্পেস এজেন্সির কাছে সুনীতার ফেরানোর সব রকম ব্যবস্থা রয়েছে। এটা কোনও বড় বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে দীর্ঘ সময় থাকার জন্য অত্যন্ত নিরাপদ জায়গা। চিন্তারও কিছু নেই।'

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলি ব্যবসায়ীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাড়ি থেকে ডেকে এক ব্যক্তিকে গুলি করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ব্যক্তি কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নিমতা থানার উত্তর দমদম পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফতুল্লাপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মাছ ব্যবসায়ী ৫২ বছরের হাফিজুল রহমানকে বাড়িতে ডাকতে যায় প্রতিবেশী ফারুক আহমেদ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাফিজুল ফারুকের সঙ্গে কথা বলে। তখন কোনও কারণে দু'জনের মধ্যে তুমুল বচসা থেকে হাতাহাতি বেধে যায়। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন ফারুক পকেট থেকে পিস্তল বের করে হাফিজুলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তাঁর পেটে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে গুলির আওয়াজ পেয়ে হাফিজুলের স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে দেখেন তাঁর স্বামী গেটের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এলাকার লোকজন ছুটে এসে অভিযুক্ত ফারুক আহমেদকে আটকে রাখে। খবর পেয়ে নিমতা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ফারুককে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদিকে, গুলিবিদ্ধ হাফিজুলকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। হাফিজুলের মাসি সামসুর নেহার জানান, 'ফারুক রাতে বাড়িতে এসে হাফিজুলকে ডাকে। রাস্তার মোড়ে ওকে যেতে বলে। কিন্তু হাফিজুল রাস্তার মোড়ে যেতে চায়নি। ওকে তখন বাড়ির গেটের সামনে আসতে বলে। গেটের সামনে আসলে হাফিজুলকে গুলি চালায় ফারুক। কিন্তু কী কারণে ওকে গুলি চালাল, জানি না।' ঘটনার কারণ এখনও পরিষ্কার নয়। ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি ও শতাব্দী এক্সপ্রেসে যুক্ত হল 'ভিস্তাডোম কোচ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: দার্জিলিং-সহ হিমালয়ে ঘুরতে যাওয়া যাত্রীরা যাতে ট্রেনের মধ্যে থেকেই উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য নতুন উদ্যোগ নিল পূর্ব রেল। ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও দৃষ্টি নন্দন করতে এবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের যাত্রাপথে হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেসে যুক্ত হল 'ভিস্তাডোম কোচ'।

বাংলার গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং আল্পাইন অঞ্চলগুলি ট্রেনের কোচের জানালা জুড়ে দেখার জন্য পূর্ব রেলের এই ব্যবস্থা বলেই জানান হয়েছে।

রেল সূত্রে খবর, ১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ এর মধ্যে পূর্ব রেলের ১২০৪১/১২০৪২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেসে ভিস্তাডোম কোচ পরীক্ষামূলকভাবে চালান হবে। যার জন্য ওই ট্রেনে ১৪ কামরার বদলে ১৫টি কামরা থাকবে।

ভিস্তাডোম কোচগুলি যাত্রীদের যাত্রাকে উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাতে সজ্জিত। এই কোচগুলিতে ৩৬০-ডিগ্রি ঘূর্ণনযোগ্য, বিলাসবহুল পুশব্যাক চেয়ার রয়েছে। যা যাত্রীদের সর্বোচ্চ আরামের জন্য তাদের আসন সামঞ্জস্য করতে দেয়। কোচগুলির দুপাশে রয়েছে বড় জানালা, এমনকি ছাদের অংশেও রয়েছে স্বচ্ছ কাচ। যা যাত্রীদের যাত্রা পথের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে বিশেষ আনন্দ যোগাবে।

এর পাশাপাশি, ভিস্টাডোম কোচগুলিতে স্ব-চালিত স্লাইডিং দরজা, একটি গ্লাস ব্যাক, ওয়াইফাই এবং জিপিএস সংযোগের মতো উন্নত সুবিধা রাখা রয়েছে। যাত্রীরা তাদের যাত্রা জুড়ে অনবোর্ড জিপিএস সিস্টেমের সঙ্গে নির্বিঘ্ন নেভিগেশন উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়াও, একটি ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম থাকবে, যা যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও আনন্দদায়ক করতে বিনোদনের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'ভিস্তা ডোম কোচগুলি যাত্রীদের বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং একটি স্মরণীয় ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য আনা হয়েছে। ভিস্তা ডোম কোচের লক্ষ্য হল বিলাসবহুল, আরাম এবং শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে ট্রেন জার্নিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা। পূর্ব রেল এই ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের ভ্রমণ পথের অতুলনীয় সৌন্দর্যকে উপভোগ এবং সত্যিকারের অবিস্মরণীয় ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় লিপ্ত হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ লা জুলাই । ১৬ ই আষাঢ়, দশমী তিথি। সোম বার। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী কেতু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : আজ কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পুজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা- বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যায় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব কে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ড্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ।কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম

(আজ ১৪৩ তম ডঃ বিধান চন্দ্র রায় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস ও ৬৩ তম প্রয়াণ দিবস। বিশ্ব চিকিৎসক দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ক্যামাক স্ট্রিটের ফুটপাতের মধ্যে থাকা কলকাতা কর্পোরেশনের অফিস ভাঙল কেএমসি।

অবৈধ নির্মাণকে ঘিরে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বোমাবাজি, ইটবৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার ছুটির দিনে হাওড়ায় ঘটল বোমাবাজি ও ইটবৃষ্টি। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় হাওড়ার বাঁকড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালে হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়ায় মুন্সিডাঙা শেখ পাড়ায় ঘটনাটি ঘটে। ওই এলাকাতে একটি 'বেআইনি' বাড়ি তৈরিতে বাধা দেন পঞ্চায়েত সদস্য শেখ মফিজুল ওরফে মিন্টু। অভিযোগ, সেই কারণে বাড়িতে হামলা চালায় এলাকারই প্রাক্তন সিপিএম কর্মী ও অধুনা তৃণমূলের সদস্য শেখ ফারুক ও তাঁর অনুগামীরা। যদিও এইদিনের ঘটনায় শেখ মফিজুলের বিরুদ্ধেও পাল্টা হামলার অভিযোগ উঠেছে। দুই পক্ষের সংঘর্ষে একাধিক ব্যক্তি আহত হন। যার মধ্যে একজন অন্তঃস্বত্বা মহিলা রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এলাকাতে ব্যাপক বোমাবাজি, ভাঙচুর, ইটবৃষ্টিও চলে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে কেন এই সংঘর্ষ? এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, নিজেদের হারানো রাজনৈতিক জমি ফিরে পেতেই বেআইনি নির্মাণকে সামনে রেখে এই উত্তেজনা ছড়ায়। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে ওই এলাকাতে বাম প্রার্থী এগিয়ে থাকায় নতুন করে দানা বাঁধতে থাকে সিপিএমের সংগঠন। তাই সিপিএম কর্মী শেখ ফারুকের বেআইনি নির্মাণে বাধা দেওয়ায়, রাজনৈতিক প্রতিশোধ তুলতে এলাকাতে বোমাবাজি, ভাঙচুর চালায় সিপিএম কর্মীরা বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় ডোমজুড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এলাকাতে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা।

যাত্রীদের জন্য 'লিফট' চালু পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলমান সিঁড়ির পর এবার 'লিফট' ব্যবস্থা চালু করল পূর্ব রেল। রবিবার একটি বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ব রেল জানিয়েছে বিভিন্ন স্টেশনে মোট ৬৯টি লিফট বসানো হয়েছে। যা স্টেশনে আসা যাত্রীদের রেলের স্টেশনের অভিজ্ঞতাকে আরও সুখকর করে তুলবে। বিভিন্ন স্টেশন বলতে যেমন আসানসোল বিভাগের ৫টি স্টেশনে ৯টি লিফট বসানো

হয়েছে। হাওড়া বিভাগের ৮টি স্টেশনে ১৯টি, মালদা বিভাগের ৯টি স্টেশনে ২৭টি এবং শিয়ালদা বিভাগের ৫টি স্টেশনে ১৪টি লিফট বসানো হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রীদের ভিড় এড়িয়ে চলাচল করতে খুব সুবিধা হবে। এছাড়া দ্রুত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে বলে দাবি করছে পূর্ব রেল।

ডোবা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ডোবা থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধারাইল এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম মোহন মুর্মু। এদিন স্থানীয়রা তাঁর দেহ ওই ডোবায় পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরেই তাঁরা খবর দেন বালুরঘাট থানায়। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরার সময় ওই ডোবায় পড়ে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে মোহন মুর্মুর। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

জ্যুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ১০৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার জ্যুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা জেডএসআই-এর ১০৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, ফনা অফ ইন্ডিয়া চেকলিস্ট পোর্টালের আনুষ্ঠানিক সূচনা ছাড়াও অ্যানিম্যাল ডিসকভারিস ২০২৩ এবং প্ল্যান্ট ডিসকভারিস ২০২৩ নামে দুটি তথ্য সম্বলিত বইও প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রাণী বিষয়ক বিভিন্ন নথি প্রকাশ এবং জেডএসআই-এর সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের দশটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। এই উপলক্ষে মন্ত্রী অ্যানিম্যাল ট্যাক্সোনমি সামিট ২০২৪-এর উদ্বোধন করেন। সোমবার থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষকরা অংশ নেবেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী 'এক পের মা কি নাম' শীর্ষক যে বৃক্ষরোপণ অভিযানের সূচনা করেন, সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের শুরুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিশুরা চারা গাছ রোপন করে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

প্রসূতির মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রসূতির মৃত্যু ঘিরে রবিবার উত্তেজনা ছড়ালো টিটাগড় থানার অন্তর্গত ব্যারাকপুর ১৫ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। মৃতার নাম নন্দিনী দাস ওরফে মাম্পি (৩৩)। তাঁর বাড়ি ব্যারাকপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাচস্পতি পাড়ায়। জানা গিয়েছে, ওই হাসপাতালে চিকিৎসক সঞ্জীব কর্মকারের অধীনে নয় মাস পর্যবেক্ষণে ছিলেন ওই মহিলা। প্রসব যন্ত্রনা নিয়ে এদিন সকালে ওই মহিলা ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিকেলের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃতার পরিবারের লোকজন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পুরপ্রধান উত্তম দাস সেখানে হাজির হয়ে পরিস্থিতির সামাল দেন। পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, 'বিবাহের ১৬ বছর বাদে ওই মহিলার এটাই প্রথম ইস্যু ছিল। চিকিৎসক সঞ্জীব কর্মকারের অধীনে উনি চিকিৎসারত ছিলেন। সিজারের পর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বাচ্চা সুস্থ আছে। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। তদন্ত কমিটি গড়ে মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হবে।' অপরদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে সুমিত্র নন্দী জানান, 'বেলা দুটো নাগাদ উনি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। ৩০ মিনিট বাদে উনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। আইসিইউ থেকে ভেন্টিলেশনে রেখে ওনার চিকিৎসা করা হচ্ছিল। তবুও ওনাকে বাঁচানো যায়নি।' চিকিৎসায় গাফিলতি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রশাসন অবশ্যই পদক্ষেপ নেবে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই ওই মহিলার মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

মানিকতলা ডোমপাড়ায় ছাতার বাটের কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে রথ।

বাসের সঙ্গে লরির সংঘর্ষে আশঙ্কাজনক ১৮ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে বাসের সঙ্গে লরির সংঘর্ষে আহত হল ২৪ জন, আশঙ্কাজনক ১৮ জন যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে, মেমারি থানার অন্তর্গত দুর্গ ডাঙা মোড়ে। জানা গিয়েছে, সাতগাছিয়া থেকে মেমারির দিকে আসছিল একটি যাত্রীবাহী বাস। উল্টো দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা লড়ির সঙ্গে দুর্গ ডাঙা মোড়ের কাছে সংঘর্ষ হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারে গিয়ে ধাক্কা মারে বাসটি। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় মেমারি থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ১৮ জনকে বর্তমান মেডিক্যালে কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তার মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হয় মেমারি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে এবং তিনজন এখনো গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে অন্যত্র নিয়ে যায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ জুলাই ২০২৪ ১৫ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার

লোকসভা ভোটে ভূতুড়ে কর্মীর খোঁজে বাংলার বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের জন্য বরাদ্দ তহবিলের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ বিগত কয়েকদিন ধরেই উঠেছে বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেডের অভ্যন্তরে। শুধু তাই নয়, লোকসভা ভোটে হতাশাজনক ফলাফল হতেই টাকা নয়ছয় নিয়ে দলীয় কর্মীদের কাঠগড়ায় তোলেন কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়। এর পাশাপাশি দলের প্রচারের টাকা নয়ছয় নিয়ে নেতাদের মধ্যে হাতাহাতির দৃশ্যও দেখেছে বারুইপুর। যার জেরে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে রাজ্যের গেরুয়া শিবির। আর এই সব বিষয়ে দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে জোরকদমে।

দলের নেতাদের অভিযোগ, বরাদ্দ টাকার সিংহভাগই পৌঁছায়নি সংগঠনের নিচুস্তরে। ফলে তৃণমূলস্তরে অর্থাৎ বুথস্তরে কার্যকলাপ অনেকটাই আশানুরূপ হয়নি বলে দাবি তাঁদের। যদিও খাতায়-কলমে বুথের নাম থাকলেও বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। ফলে বুথের জন্য বরাদ্দ একটা মোটা অঙ্কের টাকা দলের একাংশের 'পকেটস্থ' হয়েছে বলেই জোর সওয়াল উঠেছে মুরলীধর সেন স্ট্রিটের রাজ্য বিজেপির দফতরে। আবার কেন্দ্রীয়ভাবে 'বুথ সশক্তিকরণ অভিযান' নামে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ বুথেই বিজেপির কোনও অস্তিত্বই ছিল না। এমনকি রাজ্যের ৮০ হাজার বুথের

৭০ শতাংশেই বুথ নেতা-কর্মীদের অভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্থ হয় দলীয় সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির কাজ। লোকসভা নির্বাচনের সময় বেকায়দায় পড়ে স্থানীয়দের পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে বাধ্য হতে হয়। তার ফলে 'অলিখিত' এই টাকা ছড়ানো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপি শিবিরে এবার প্রশ্ন উঠে গেল এই সব ভুতুড়ে বুথ কর্মীদের নিয়েই।

শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে স্যাফ্রন ব্রিগেডে এই অভিযোগও উঠেছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব টাকার হিসেব চাইলে তখন 'যেমন করে হোক' টাকার হিসেব দেখিয়ে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল রাজ্য নেতৃত্ব। ফলে যা হওয়ার ফলাফল তাই হয়েছে। আর্থিক দুর্নীতি ও সাংগঠনিক দুর্বলতাই এই হতাশাজনক ফলাফলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় নেতাদের মুখে এই বিষয় আলোচনাও হয়েছে বলে গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর।

এছাড়াও দলের ভেতর নব্য ও পুরনো কর্মীদের দ্বন্দ্বে পুরনোরা প্রচারেই অংশ নেননি বলেই খবর। তাঁদের সাংগঠিক ও জনসংযোগের বিষয়টি ব্রাত্য করে রেখে দেওয়ায় লোকসভা নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেতে দেখা গেছে বঙ্গ বিজেপিকে। তবে আগামী দিনে যাতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি আর না হয় সেদিকেই নজর রাখছে শুভেন্দু-সুকান্তরা।এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। তাই দলের ভেতর 'ভূত' তাড়াতে এবার কোন ওঝা ডাকা হয়,এখন সেদিকেই তাকিয়ে গেরুয়া শিবির।

সোমে দুই রাজনৈতিক দলের ধর্নার 'সম্মুখসমরে' বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখনও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায়াত হোসেন সরকারের শপথ-জটিলতা কাটেনি। বিধানসভা চত্বরে ধর্না চলছে তৃণমূলের। দু'দিন বিরতির পর আবার তা শুরু হওয়ার কথা সোমবার। অন্য দিকে, সোমবার বিজেপিও ধর্নার ডাক দিয়েছে কোচবিহারে দলীয় নেত্রীর উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে। এদিকে সায়ন্তিকা ও রেয়াতের ধর্নায় দলীয় বিধায়কদের অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল পরিষদীয় দল। সোমবার সেই ধর্নায় তৃণমূলের মন্ত্রী, বিধায়কেরা অংশ নেবেন বলেই খবর। আর বিজেপির সব মহিলা বিধায়কও ধর্না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড়। তাই সোমবার ধর্না, পাল্টা ধর্না নিয়ে বিধানসভা চত্বর উত্তপ্ত হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে দুই ধর্নার 'সম্মুখসমরে' সপ্তাহের প্রথম দিন সরগরম হতে পারে বিধানসভা।

প্রসঙ্গত, বিধায়ক পদে শপথগ্রহণের দাবিতে গত সপ্তাহ থেকে অম্বেডকর মূর্তির নীচে ধর্না দিচ্ছেন বরাহনগরের বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিনেত্রী সায়ন্তিকা এবং ভগবানগোলায় জয়ী তৃণমূল প্রার্থী রায়াত। ধর্নায় যোগ দিচ্ছেন শাসকদলের মন্ত্রী-বিধায়কেরাও। এর পাশাপাশি তৃণমূল সূত্রে খবর, সোমবার আবারও ধর্নায় বসবেন বলে জানিয়েছেন রায়াত, সায়ন্তিকা।

অন্য দিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছেন, কোচবিহারে বিজেপির মহিলা নেত্রীকে বিবস্ত্র করে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে বিধানসভাতেই সোমবার ধর্নায় বসবেন বিজেপির মহিলা বিধায়কেরা। তবে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ বিজেপি বিধায়কদের ধর্নার অনুমতি দেননি বলেই সূত্রের খবর। বিজেপি পরিষদীয় দলের তরফে ধর্নায় বসতে চেয়ে বিধানসভার সচিব সুকুমার রায়ের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। বিধানসভা সূত্রে খবর, বিজেপি পরিষদীয় দলের সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন সচিব। তা সত্ত্বেও কোচবিহারের ঘটনার প্রতিবাদে ধর্না কর্মসূচি পালন করার বিষয়ে বদ্ধপরিকর বিজেপি পরিষদীয় দলের মহিলা সদস্যেরা। বিধানসভার অন্দরে না-হলেও, বিধানসভার দক্ষিণ দরজার বাইরে তাঁরা ধর্নায় বসতে পারেন বলে বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, যে কোনও পরিস্থিতিতে সোমবার থেকে তারা ধর্না শুরু করবেন। আর বরাহনগরের তৃণমূল বিধায়ক সায়ন্তিকাও জানিয়েছেন, তাঁরাও রাজ্যপালের কাছে দ্রুত শপথগ্রহণের দাবিতে ধর্না চালিয়ে যাবেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর নভেম্বর মাসে ধর্না, পাল্টা ধর্নায় উত্তপ্ত হয়েছিল বিধানসভা চত্বর। সে বার কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল বিধায়কেরা অম্বেডকর মূর্তির নীচে ধর্না অবস্থান চালিয়েছিলেন। সেই সময় পাল্টা ধর্না দিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়কেরাও। উত্তেজনাও তৈরি হয়েছিল সেই সময়। সেই ঘটনার পর থেকেই বিধানসভায় ধর্না কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রে অনুমতি বাধ্যতামূলক করেছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাতিবাগান চত্বরে মল তৈরি হলে ফুটপাথ ছাড়বেন হকাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যামবাজার থেকে হাতিবাগান চত্বরের মধ্যে তাঁদের জন্য তৈরি করে দিতে হবে মল। এই দাবি মানা হলে তবেই হাতিবাগানের ফুটপাথ থেকে সরতে পারেন হকাররা। এর বাইরে কোথাও উঠে যেতে বললে তাঁরা সরবেন না। আন্দোলনে নামবেন। প্রশাসনের দিকে স্পষ্ট বার্তা শহরের অন্যতম শপিং ডেস্টিনেশন হাতিবাগানের ফুটপাথ-ব্যবসায়ীদের। কারণ, দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে হাতিবাগানে ব্যবসা এই সব হকারদের। এই প্রসঙ্গে তাঁরা এও জানান, 'বামফ্রন্ট আমলেও ১৯৯৬ সালে অপারেশন সানশাইনের আগে আমাদের গ্যালিফ স্ট্রিটে ব্যবসা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। স্টলের জন্যে দু'হাজার টাকাও চাওয়া হয়েছিল।' কিন্তু হাতিবাগান ছাড়েননি তাঁরা। কারণ, তাঁরা মনে করেছিলেন, অন্যত্র গেলে ব্যবসা চৌপাট হয়ে যাবে। ফুটপাথ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল হকারদের। কিন্তু মাস দুয়েক পরেই তাঁরা ফিরতে শুরু করেন ফুটপাথেই।

সোমবার পুর-প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটপাথের সিংহভাগ হকারদের দখলে চলে যাওয়া নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। সে দিন থেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন হকাররা। কলকাতা পুরসভাকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, শহরে কত হকার রয়েছেন, এক মাসের মধ্যে তার সার্ভে শেষ করতে হবে। সেই সঙ্গে হকারদের জন্যে মার্কেট তৈরিরও অবশ্য পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। শনিবার দুপুরে হাতিবাগান চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, পরিস্থিতি আগের থেকে কিছুটা বদলেছে। রাস্তার উপরে আর জিনিসপত্র রাখা নেই। নিয়ম অনুযায়ী, ফুটপাথের এক তৃতীয়াংশে ব্যবসা করতে পারেন হকাররা।

এত দিন সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখানো হলেও এখন ৮ ফুট চওড়া ফুটপাথের প্রায় সাড়ে তিন ফুট ছেড়েই ব্যবসা করছেন হকাররা। ওই চত্বরের হকারদের সবারই বক্তব্য, 'ফুটপাথের এক কোণে বা এই চত্বরে মার্কেট করে দিলে আমাদের আপত্তি নেই। তবে অন্যত্র যেতে বললে কেউ রাজি হবে না।' একইসঙ্গে তাঁরা এও মনে করিয়ে দেন, 'মুখ্যমন্ত্রী একটি বারের জন্যেও আমাদের তুলে দেওয়া হবে বলেননি। উনি বলেছেন, পুরো ফুটপাথ জুড়ে ব্যবসা করা যাবে না। তাঁর কথা মেনে আমরা পথচারীদের হাঁটার জায়গা ছেড়েই ব্যবসা করছি।' পুলিশও রোজ এসে দেখে যাচ্ছে। একবারের জন্যেও তুলে দেওয়ার কথা কেউ বলেননি বলেই দাবি হকারদের।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, সব মিলিয়ে হাতিবাগান চত্বরে হকার প্রায় ১৪০০ জন। এঁদের মধ্যে টাউন ভেন্ডিং কমিটির শংসাপত্র সম্প্রতি পেয়েছেন মাত্র ২০ জন। বাকিদেরও শংসাপত্র দেওয়ার কাজ চলছিল। তার আগেই মুখ্যমন্ত্রী নতুন করে সার্ভের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই সার্ভের তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে ফুটপাথের হকারদের বিষয়ে।টাউন ভেন্ডিং কমিটির অন্যতম সদস্য তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের বক্তব্য, 'হকারদের তথ্য সংগ্রহের নথি হাইপাওয়ার কমিটির সামনে রাখা হবে। এরপর সিদ্ধান্ত কমিটিই নেবে।'

ভাটপাড়ায় অ্যাসিড হামলা, ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার অ্যাসিড হামলার শিকার এক তরুণী। ভাটপাড়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁটাডাঙা রেল কোয়ার্টার মহাকালিতলার ঘটনা। ঘটনার পর ওই তরুণীকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল নিয়ে গেলে সেখান থেকে কল্যাণীর জে এন এম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ভাটপাড়া থানার পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণীর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে।

জানা গিয়েছে, ঘটনায় অভিযুক্ত রাজা রায়ের আদিবাড়ি বনগাঁয়। কিন্তু তিনি তরুণীর বাপের বাড়ি চত্বরেই ভাড়া থাকতেন। এক বছর ধরে তরুণীর সঙ্গে অভিযুক্তের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। ওই তরুণীর বাড়ি ভাটপাড়া থানার নারায়ণপুর বালির মাঠ এলাকায়। সোদপুরে একটি গেঞ্জি কারখানায় কাজ করেন তিনি। আক্রান্ত তরুণী জানিয়েছেন, শনিবার রাতে তিনি কাজ থেকে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথ আটকায় তাঁর স্বামী।

অভিযোগ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই তরুণীর ওপর এসিড হামলা চালায় সে। তরুণী রাস্তায় পড়ে গেলে এলাকার লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে। আক্রান্ত তরুণীর দাবি, বাড়ির জমিটা তাঁর নামে আছে। সেই জমিটা স্বামী রাজা তার নামে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ দিত। জমি না পেয়ে ক্ষোভে অ্যাসিড হামলা চালায়।

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক বারংবার গুন্ডারাজ খতমের দাবি করছেন। অথচ ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্র জুড়েই। শনিবার মধ্য রাতে জগদ্দল থানার ভাটপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের আতপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা বিজেপি কর্মী বিপ্লব কুমার ঘোষের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, আতপুর রাজবাড়ি মাঠ এলাকার বাসিন্দা সঞ্জু বিশ্বাস দলবল নিয়ে বিপ্লবের বাড়িতে হামলা চালায়। পেশায় সাংবাদিক বিপ্লবের ভাই পল্লব কুমার ঘোষ প্রতিবাদ জানালে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি কর্মীর মা চন্দনা ঘোষ জানান, শনিবার মধ্য রাতে তিন-চার যুবক হানা দিয়েছিল। একজন ওপরে গ্রিলের গেটের তালা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। বাকিরা নিচেই দাঁড়িয়ে ছিল। চন্দনা দেবীর দাবি, তাঁর বড় ছেলে বিজেপি করে। ভোটের ফল বেরোনোর দিন থেকেই বড় ছেলে বাড়ি ছাড়া ছিল। দু'দিন আগেই ছেলে বাড়িতে ফিরেছে। এদিকে ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে ঘোষ পরিবার। এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর বিপ্লব মালো বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। যার বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে সেই সঞ্জু বিশ্বাস তৃণমূল করে না। প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছি।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জগদ্দল থানার পুলিস।

ইএম বাইপাসে ট্রাফিক ব্লক, যানজটের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রোর কাজের জন্য কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ইএম বাইপাসে ট্রাফিক ব্লক। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, মেট্রো পলিটন ক্রসিংয়ের কাছে মোট ৯০ দিন ধরে চলবে এই ট্রাফিক ব্লক। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের তরফে এই অনুমতি পাওয়ার পর বিষয়টি জানানো হয় কলকাতা মেট্রোর তরফে। কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত রাস্তায় এই ট্রাফিক ব্লক হওয়ায় যানজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কবি সুভাষ-বিমানবন্দর ভায়া রাজারহাট মেট্রো প্রকল্পে পিয়ার নম্বর ২৮৮ এবং পিয়ার নম্বর ২৮৯-এর পোর্টাল বিম নির্মাণের জন্য ট্রাফিক ব্লকের অনুমতি মিলেছে। ডিসি ট্রাফিকের তরফে রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেডকে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই অনুমতির আগে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে ৭ থেকে ১১ জুন পর্যন্ত এই ক্রসিংয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াও চালান হয়।

সমস্ত প্যারামিটার বিবেচনা করে, ৯০ দিনের জন্য ট্রাফিক ব্লকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই প্রকল্পের বড় সমস্যার সমাধান করা গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায়, আরবিএনএল-এর ইঞ্জিনিয়াররা পিয়ার নম্বর ২৮৮-র ফিক্সিং-এর কাজ আরও জোরদারভাবে করছেন। পাশাপাশি পিয়ার নং ২৮৯-এর জন্য ট্রেসেল নির্মাণের কাজও চলছে। মেট্রোর তরফে আরও জানান হয়েছে, ইএম বাইপাসের উপরে এই কাজ চলাকালীন সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করবে আরভিএনএল। কাজটি আগামী অগাস্ট মাসের মধ্যেই শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং চলতি আর্থিক বছরেই এই বিভাগটি চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে এই লাইনে নিউ গড়িয়া থেকে রুবি মোড় স্টেশন পর্যন্ত ৫.৪০ কিলোমিটার রুটে চালু রয়েছে মেট্রো পরিষেবা। আর বেলেঘাটা পর্যন্ত বিস্তৃত আরও ৪.৩৯ কিলোমিটার অংশটি কমিশনিংয়ের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা মূল্যায়নের পরে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। ফলে এই অংশে বাণিজ্যিকভাবে পরিষেবা খুবই তাড়াতাড়ি শুরু করা যাবে বলে আশাবাদী মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এর আগে গত মার্চ মাসে কবি সুভাষ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অংশের পরিষেবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অরেঞ্জ লাইলেই মোট ২৮.৯০ কিলোমিটার করিডোরের কাজ সুচারুভাবেই চলছে। বাইপাসের যানজট কমাতে ও নিউ টাউন এবং রাজারহাটের মতো এলাকাগুলির সঙ্গে কলকাতার অন্যান্য অংশের যোগাযোগ বাড়াতে আগামীদিনে এই লাইনটি বিশেষ কার্যকরী হয়ে উঠবে বলেই আশাবাদী মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।

কামারহাটিতে বিজেপি জেলা কার্যালয় ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির জেলা কার্যালয় ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘড়িয়া থানার কামারহাটি পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের আগরপাড়া স্টেশন রোডের পশ্চিম পল্লীতে। জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার ওই কার্যালয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করছিলেন বিজেপির কার্যকর্তারা। কার্যালয়ের সামনে দলীয় কর্মীদের বাইক রাখা ছিল। বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি অরিজিৎ বক্সী জানান, বৈঠকের প্রায় শেষ মুহূর্তে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর নির্মলা রাই দলবল নিয়ে এসে কার্যালয়ের সামনে হাজির হন। কার্যালয়ের সামনে রাখা দলীয় কর্মীদের বাইকগুলো ফেলে দিয়ে ওরা ভাঙচুর করে। প্রতিবাদ জানালে গালিগালাজ করে, হুমকি দেয়। অরিজিৎ বাবুর আরও অভিযোগ, ঘটনা ঘিরে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা চলাকালীন কাউন্সিলার তাঁর গাড়ির চালককে নির্দেশ দেন গাড়ি চালিয়ে ভেতরে ঢোকার। সেই নির্দেশ পাওয়া মাত্রই কাউন্সিলরের গাড়ি চালক কার্যালয়ের কাঠের গেট ভেঙে স্করপিও গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। তাঁর দাবি, ওই ওয়ার্ডের সাতটি বুথের মধ্যে পাঁচটি বুথেই তৃণমূল হেরেছে। স্থানীয় কাউন্সিলরের এখন দলে তেমন গুরুত্ব নেই। দলে গুরুত্ব বাড়াতেই উনি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। তবে গাড়ি পার্কিং ঘিরে গন্ডগোলের ঘটনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় আগরপাড়া স্টেশন রোডে। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ। ঘটনা নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর নির্মলা রাই বলেন, কার্যালয়ের সামনে বাইক-গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য মানুষজনের যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে সেটা জানাতে এসেছিলাম। গাড়ি থেমে বাইক ও গাড়ি ওদের সরাতে বলেছিলাম। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, বিজেপির কার্যালয় থেকে ওরা বেরিয়ে এক সঙ্গী-সহ তাঁকে মারধোর করেছে। এমনকি তাঁর গাড়িতে ওরা ভাঙচুর চালিয়েছে। যদিও উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে বেলঘড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

ওভারহেড তার ছিঁড়ে পড়ায় রেল পরিষেবা বিঘ্ন হাবড়া-শিয়ালদা শাখায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদা-বনগাঁ শাখায় বড় বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পেল ডাউন বনগাঁ-শিয়ালদা লোকাল। রবিবার দুপুরে হাবড়া স্টেশনের কাছে গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে যায় ৩০ নম্বর রেলগেট। সেই সময়েই ডাউন বনগাঁ-শিয়ালদা লোকাল পাস করছিল সেখান থেকে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই সময় ভাঙা রেল গেটের একটি অংশ হেলে গিয়ে পড়ে ওভারহেডের তারের উপর। তার জেরেই ছিঁড়ে যায় ওভারহেডের তার।

এই ঘটনায় বনগাঁ-শিয়ালদা লোকালের ট্রেনের যাত্রীরা জানান, ওভারহেডের তার ছিঁড়ে আগুনের ফুলকি বের হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়া হয় ট্রেন। তাঁর থেকে আগুনের ফুলকি বের হওয়ার কথা চাউর হতেই আতঙ্কে ট্রেন থেকে লাফিয়ে রেল লাইনে নেমে পড়েন অনেক যাত্রীরা।

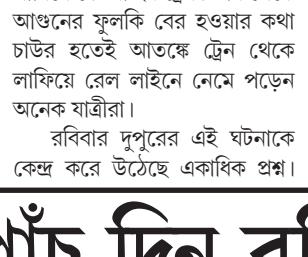

রবিবার দুপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। রেল গেট ভাঙা থাকার পরও কীভাবে ট্রেনকে এগিয়ে যাওয়ার সিগনাল দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন যাত্রীদের অনেকেই। আতঙ্কিত যাত্রীদের কেউ কেউ আবার ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে তড়িদাহত হওয়ার আশঙ্কাও করেন। এদিকে হাবড়ার ওই রেলগেট চত্বরের যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে ট্রেনের প্রথম বগিটি রেল গেট পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। রেল গেটের সামনে ট্রেনের যে বগিটি দাঁড়িয়ে ছিল, সেই বগিটি একপ্রকার ফাঁকাই পড়ে ছিল। প্রচুর যাত্রী ওভারহেডের তার ছিঁড়ে পড়ায় ভয়ে রাস্তায় নেমে আসেন।

প্রয়াত ইলিয়ট-বেকার হোস্টেল মসজিদের ইমাম

নিজস্ব প্রতিবেদ: ঐতিহ্যবাহী কলকাতার ইলিয়ট-বেকার হোস্টেল মসজিদের ইমাম মাওলানা নিয়ামত হাসান হাবিব শনিবার ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মরহুম ঈমাম দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এই ঐতিহাসিক মসজিদের ঈমামতি করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

তাঁর এই প্রয়াণে সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান ও শিক্ষাবিদ মাওলানা আবু সালেহ মহম্মদ রেজওয়ানুল করিম শোক প্রকাশ করে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন। কামরুজ্জামান জানিয়েছেন মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলনে অভিভাবক হিসেবেই তাঁকে পাশে পেয়ে ছিলাম। সমাজের বিশিষ্ট বহু গুনীজনেরা তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

আগামী পাঁচ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস প্রায় সব জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরের পর এবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেও প্রবেশ করেছে বর্ষা। ইতিমধ্যেই তা সক্রিয়ও হয়েছে। ফলে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের সমস্ত জেলায় রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। আগামী ৪-৫ দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। সঙ্গী হবে ঘণ্টা ৩০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। বুধবার থেকে বাড়বে বৃষ্টি। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির ফলে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ওই ৪ জেলায়। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হবে না। তবে বৃষ্টি হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। আবার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ারে হতে পারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত। এদিকে ওই ৩ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় কালিম্পং, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে জারি থাকছে হলুদ সতর্কতা।

দক্ষিণবঙ্গে টানা কয়েকদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। সেক্ষেত্রে নতুন সপ্তাহে সোম এবং মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকছে। যদিও এই দু'দিনের জন্য অবশ্য কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে এদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে।

সেখানে আবার জারি রয়েছে কমলা সতর্কতা। আর উত্তরের বাকি জেলাগুলিতে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর সোমবারও উত্তরের উপরের ৫ জেলায় হতে পারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত। পাশাপাশি ২ দিনাজপুরেও হতে পারে ভারী বৃষ্টি। সেক্ষেত্রে আপাতাত আগামী ৩ জুলাই পর্যন্ত উত্তরের বিভিন্ন জেলায় বর্ষণের পূর্বভাস থাকছে।

সম্পাদকীয়

‘নরম শক্তি’র পাঠ দিলে এবং কণ্ঠরোধ না করলে, উত্তম বিকল্প মানুষই বেছে নেবেন

রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি মজবুত হলে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী বলা যায়। তবে যে শক্তির উপর একটি দেশ এগিয়ে যায়, তা হল তার ‘সফট পাওয়ার’ বা ‘নরম শক্তি’। তা অর্জিত হয় শিক্ষা, বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির দ্বারা। ‘নরম শক্তি’র চর্চায় প্রভূত বিনিয়োগ করে উন্নত দেশগুলো। উন্নয়নশীল দেশগুলো ওখানেই ভুল করে। স্বাধীনতার পরে ভারতে উচ্চশিক্ষার যে অনুকূল পরিবেশ ছিল, যে সব চিন্তক বা বিজ্ঞানীরা দেশনেতার দ্বারা সরাসরি দেশগঠনের কাজে নিযুক্ত হতেন, তেমন কোনও নিযুক্তির ছবি গত দশকে এ রাজ্য বা রাষ্ট্র দেখেনি। সবটাই রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির অঙ্ক। স্কুল-কলেজে শিক্ষায় নজর কমেছে। হাজার হাজার সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এ রাজ্যে। কৌশিক বসু হতাশা ব্যক্ত করেছেন, অতীতের কলকাতার গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্যচর্চার পরিবেশ আজ দেখা যায় না। নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে কত গুণী শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, প্রতিভাবানদের পীঠস্থান ছিল এই রাজ্য। আজ সে গরিমা কোথায়! একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে আদর্শ নিয়মবিধি পালনে। সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, ঐক্যবদ্ধ বা দলগত ভাবে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা, দেশ গড়ার শিক্ষা পেতে শিক্ষার্থীরা আসে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক থেকে অশিক্ষক কর্মচারী, কেউ যদি শৃঙ্খলা বা সময়ানুবর্তিতাকে গুরুত্ব না দেন, তা হলে শিক্ষার্থীরাও সাহস পায় স্কুলের শৃঙ্খলা ভাঙতে। দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন দরকার। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বা সরকারি প্রকল্পের কাজে লাগানোও বন্ধ করতে হবে। অথচ, প্রাইভেট পরিচালন সমিতির হাতে স্কুলগুলো কী ভাবে সুষ্ঠু শৃঙ্খলার মধ্যে চলে? সত্তরের দশকে দেখা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ‘ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম’-এর অধীনে প্রোগ্রাম করে স্কুল-কলেজের সীমার বাইরে সামাজিক প্রকল্পের কাজে ছাত্রছাত্রীদের সাময়িক নিয়োজিত করা হত। এলাকার লোকজনদের নিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে গিয়ে সমস্যার খুঁটিনাটি জানা, দলবদ্ধ ভাবে রাস্তাঘাট সাফ, জল অপচয় বন্ধ করলে জনসচেতনতার পাঠ লাভ হয়। নইলে অন্ধ রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে তরুণ-তরুণীরা মিছিলে হাঁটে। প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ প্রয়োজন সর্বস্তরে। ‘নরম শক্তি’র পাঠ দিলে এবং কণ্ঠরোধ না করলে, উত্তম বিকল্প মানুষই বেছে নেবেন।

আনন্দকথা

ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবকে বড় ভালবাসেন। যখন বেলঘরের বাগানে সশিষ্য তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঘোৎসবের পর — কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর একদিন বাগানে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। সঙ্গে ভাগিনেয় হৃদয়রাম। বেলঘরের এই বাগানে তাঁহাকে বলেছিলেন, তোমারই ল্যাজ খসেছে, অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ করে সংসারের বাহিরেও থাকতে পার আবার সংসারেও থাকতে পার; যেমন বেঙাচির ল্যাজ খসলে জলেও থাকতে পারে, আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে। পরে দক্ষিণেশ্বরে, কমলকুটিরে, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি স্থানে অনেকবার ঠাকুর কথাচ্ছলে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ‘‘নানা পথ দিয়া, নানা ধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বরলাভ হতে পারে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

বেঙ্কাইয়া নাইডু

১৯৩৮ *বিশিষ্ট রাজনীবিদ দুরাই মুরাগনের জন্মদিন।*
১৯৪৯ *ভারতের প্রাক্তন উপ রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুরলী বিজয়ের জন্মদিন।*

আজ ১ জুলাই বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪২তম জন্ম এবং ৬২তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে তাঁকে নিয়ে লিখেছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ

নিদান কালে বিধান রায়

ডা. বিধানচন্দ্র রায়। ইনি শুধু পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন এক কথায় ধন্বন্তরি ডাক্তার। যিনি রোগীর ঘরের চৌকাঠে পা রেখেই বলে দিতে পারতেন কী রোগ হয়েছে।

জন্মেছিলেন ১৮৮২ সালের ১ জুলাই। পাটনায়। ১৯০১ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন।

১৯১১ সালে ইংল্যান্ড থেকে এমআরসিপি এবং এফআরসিএস উপাধি অর্জন করার পরে কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে, যার নাম এখন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, সেখানে শিক্ষকতা ও চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

সেই সময় ইংরেজ শাসন চলছে। বিধানচন্দ্র রায় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং রাজনীতিতে যোগ দিয়েই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন। সাক্ষাৎ হয় গান্ধীজির সঙ্গে।

রাজনীতিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে এ রকম বিপুল সাফল্য পাওয়ার পরেও শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি কিন্তু বাংলার বাঘ, তথা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফেলো’ হওয়ার সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছিলেন তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু বিধানচন্দ্র সে পথে না হেঁটে সেনেট নির্বাচনে দাঁড়ান এবং মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, চারুচন্দ্র বিশ্বাসের মতো ব্যক্তিদের হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হন।

এর পর থেকেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে বিধানের। একদিন গভর্নর লর্ড লিটন তৃতীয় বারের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি দেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে। সঙ্গে ছিল বেশ কয়েকটি শর্ত। বিধানকে তিনি এতটাই ভরসা করতেন যে, সেই চিঠি দেখিয়ে তাঁর মতামত জানতে চান আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বিধানচন্দ্র বলেন, যে শর্তগুলো রাখা হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত অপমানজনক। এর পর লাটসাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাল্টা চিঠিতে আশুতোষের সেই বিখ্যাত জবাব — ফ্রিডম ফার্স্ট, ফ্রিডম সেকেন্ড অ্যান্ড ফ্রিডম অলয়েজ।

আশুতোষের সংস্পর্শে এসেই বিধানচন্দ্র আরও নির্ভীক ও আপোষহীন হয়ে উঠেছিলেন।

জানা যায়, আশুতোষই বিধান রায়কে পরামর্শ দিয়েছিলেন ১৯২২ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। নির্দল প্রার্থী হিসাবে বিধানচন্দ্রকে উত্তর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল মানে বারাকপুর কেন্দ্রটি বেছে দেন তিনিই।

বিধান রায়ের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বার ওই কেন্দ্রের নির্বাচন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

রাজনীতিতে নবাগত বিধানচন্দ্রকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের হয়ে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দেন চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশবন্ধুর সেই প্রস্তাব বিধান রায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন একটাই কারণে। পাছে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যায়। তবে, বিধানচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে রুষ্ট হলেও বাইরে থেকে সমর্থন করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

সেই সময় এই কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ে কৌতূহল ছিল গোটা দেশের। কারণ, লড়াইটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল জাতীয় স্তরে। একদিকে স্বয়ং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য দিকে দেশবন্ধু — বাংলার বাঘ সমর্থিত বিধানচন্দ্র।

শেষমেশ বিপুল ভোটে জেতেন বিধানচন্দ্র রায়। প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি ভোটে হারতে হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথকে। বলা যায়, সে দিন থেকেই মূল রাজনীতির সরণি থেকে সরতে শুরু করেন রাষ্ট্রগুরু। আর সেই রাজনীতির রাজপথে অভিষেক ঘটে নবাগত বিধানচন্দ্রের।

বিধানচন্দ্রের জীবনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একটা বিরাট জায়গা জুড়ে থাকায় তাঁর ছেলে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত স্নেহের ও বন্ধুত্বের।

১৯৪২ সালে ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদ যখন অর্থমন্ত্রী, একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শ্যামাপ্রসাদ মৃতপ্রায় বলে বিভিন্ন খবরের কাগজে লেখালেখি হয়। তাঁর কর্মময় জীবনী শোকপ্রস্তাব হিসাবে ‘কম্পোজ’ও করে ফেলেছিল কলকাতার বেশ কিছু খবরের কাগজ।

যেটা মাদার টেরিজার ক্ষেত্রেও হয়েছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, মাদার টেরিজা তখন মৃত্যুশয্যায়। যে কোনও সময় মারা যেতে পারেন আশঙ্কা করে প্রথম শ্রেণির প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র, হ্যাঁ, সংবাদপত্রই, কারণ তখন দূরদর্শন ছাড়া আর কোনও ইলেকট্রনিক্স সংবাদ মাধ্যম ছিল না। তারা তাবড় তাবড় স্বনামধন্য স্বামীজি এবং বিখ্যাত সব লোকজনদের দিয়ে লিখিয়ে আর্টপুল রেডি করে রেখেছিল। প্রথম শ্রেণির একটি দৈনিক পত্রিকা তো একদম পাতা তৈরি করে রেখেছিল। কিন্তু দেখা যায়, সেই অসুস্থতা কাটিয়ে তিনি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন।

সে যাই হোক, শ্যামাপ্রসাদ অসুস্থ খবর পাওয়া মাত্রই বিধানচন্দ্র রায় ছুটে গিয়েছিলেন বন্ধুর পাশে এবং একটানা তিন দিন সেখানে থেকে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন শ্যামাপ্রসাদকে।

তবে, বন্ধুত্বের নজির এখানেই শেষ নয়। জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কিছু দিন আগে দিল্লিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে যান বিধানচন্দ্র রায়।

তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। যাঁকে নিয়ে দেয়ালে দেয়ালে তখন ছড়া লেখা হচ্ছিল — আয় প্রফুল্ল খেয়ে যা কানা বেগুনের ঝোল... কংগ্রেসের অন্দরে প্রবল অন্তর্কলহের জেরে তখন নড়বড় করছে প্রফুল্ল ঘোষের চেয়ার। সেই পদে তখন অন্যতম দাবিদার বিধানচন্দ্রই।

শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে বললেন, তিনি এখনও বিধানসভার সদস্য। বিধানের জন্য তাঁর কেন্দ্রটি তিনি ছেড়ে দিতে রাজি আছেন। বিধানও রাজি হয়ে যান। তবে শর্ত একটাই — অসুস্থতা কাটিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদ যদি আবার ফিরে আসেন তা হলে তিনি ওই পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। এতটাই নিবিড় ছিল বিধান-শ্যামাপ্রসাদের বন্ধুত্ব।

১৯৩০ সালে বিধানচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। তিরিশের দশকে তিনি দু’-দু’বার কলকাতা

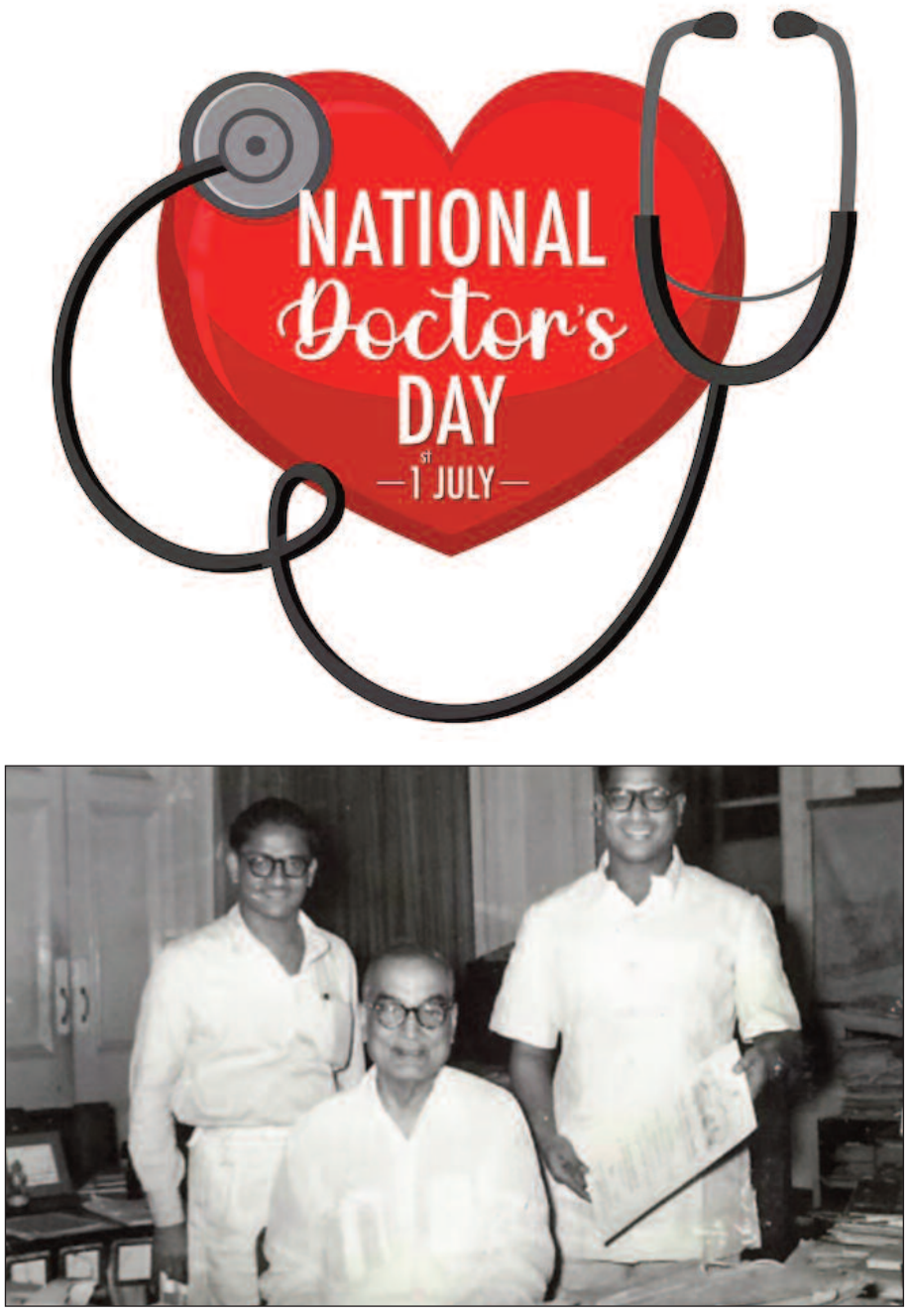

কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য, রয়্যাল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন এবং আমেরিকান সোসাইটি অফ চেস্ট ফিজিশিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন এবং সেই সময়েই তিনি প্রথম সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স চালুর উদ্যোগ নেন। ১৯৫১ সালে সেটি চালু হয়।

সে দিন সাংবাদিকতার ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধন করে বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন, সাংবাদিকদের চিন্তার স্বাধীনতা অবশ্যই থাকতে হবে। সেখানে যেন রাজনৈতিক বিবেচনা ও মতাদর্শ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ঘটনা লেখার সময় কোনও সাংবাদিক যদি রাজনৈতিক বিবেচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন অথবা গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে যান কিংবা কাগজের বিক্রি বাড়ানোর জন্য লেখেন, তা হলে সেই সাংবাদিকের স্বাধীনতা সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে আইনসভায় নির্বাচিত হন বিধানচন্দ্র।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট স্বাধীনতার দিনই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু কিছু দিন পরেই নানান সমস্যার জন্য তাঁকে সরে যেতে হয়। তখন মহাত্মা গান্ধীর কথায় বিধানচন্দ্র নিজের কাঁধে তুলে নেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব।

সেই দিনটা ছিল ১৯৪৮ সালের ২৩ শে জানুয়ারি, মানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। আমৃত্যু তিনি ওই পদেই ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে সাংবাদিকদের জন্য মহাকরণে তাঁরই ঘরের কাছে ও তাঁর যাতায়াতের পথে প্রেস কর্নার তৈরি করে দেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়। তাঁরই উদ্যোগে ভারতের মধ্যে একমাত্র কলকাতাতেই রাজ্য সচিবালয়ে প্রথম প্রেস কর্নার চালু হয়েছিল।

পাঁচটি নতুন শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। সেগুলো হল — দুর্গাপুর, বিধাননগর, কল্যাণী, অশোকনগর-কল্যাণগড় ও হাবড়া।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর দেশভাগের যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কমিউনিস্ট পার্টির বিদ্রোহ ভাবিয়ে তুলেছিল বিধান রায়কে। তার মধ্যেও বাংলায় শিল্পবিস্তার নিয়ে তাঁর মনোবল এতটুকুও চিড় খায়নি। আর তাঁকে সে সময় প্রভূত সাহায্য করেছিলেন বন্ধু তথা কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন কারখানা থেকে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, দেশের প্রথম কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় খড়গপুর আইআইটি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

ডা. বিধানচন্দ্র রায় বাংলার উন্নয়নে যে কাজ করেছিলেন তার স্বাক্ষর আজও আছে। তিনি কিন্তু উন্নয়নের জন্য বিদেশি পুঁজি আনার জন্য কখনওই ছটফট করতেন না। কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিয়ে চিত্তরঞ্জন, আসানসোল এবং দুর্গাপুরে অনেক কারখানা বসিয়েছিলেন। আবার দেশীয় শিল্পপতিদের ধরে তারাতলা-হাইড রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি, হাওড়া, ব্যারাকপুর এলাকাতেও অনেক কারখানা তৈরি করিয়েছিলেন।

১৯৫০-৫১ সালে রাজ্য সরকারের বাজেট ছিল মাত্র ৩৮ কোটি টাকা। সেই টাকার মধ্য থেকেই কিছু টাকা বাঁচিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন হরিণঘাটায় সেন্ট্রাল ডেয়ারি, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম।

তাঁর মাথায় একটাই চিন্তা ছিল, ছেলেমেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। হরিণঘাটার দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে তিনি শুধুমাত্র মহিলাদেরই নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাংলাকে সাজিয়ে তোলার জন্য তাঁর এই কর্মকাণ্ড দেখে তাঁকে ‘বাংলার রূপকার’ আখ্যা দেওয়া হয়।

অত্যন্ত সফল মুখ্যমন্ত্রী হলেও তিনি কিন্তু চিকিৎসক হিসেবেও বিপুল খ্যাতিমান ছিলেন। মুখ দেখেই রোগ নির্ণয় করার এমন এক ‘অলৌকিক বিদ্যা’ রপ্ত করেছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যে, হতদরিদ্র থেকে রাজা-উজির — সবার কাছেই তিনি ছিলেন ধন্বন্তরি চিকিৎসক।

লোকেরা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুপথযাত্রীকেও তিনি যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। তাই তাঁকে নিয়ে তাঁর জীবিত কালেই প্রবাদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল — নিদান কালে বিধান রায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মাইক বাজানো নিয়ে বচসা, রাস্তায় যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: বাড়ির সামনেই মনসা পুজো। আর সে পুজোয় মাইক বাজানো নিয়ে বচসা। বচসার জেরে রাস্তায় এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য হুগলির পাণ্ডুয়ার দ্বারবাসিনী এলাকায়। ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্ত। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আশিস বাউল (২৬)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার আশিস

বন্ধুদের সঙ্গে বিষহরিতলার মেলা দেখে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গমকুপাটি এলাকায় মনসা পুজোর মাইক বাজানো নিয়ে একটা গণ্ডগোল চলছিল। সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় আশিসের গায়ে ধাক্কা লাগে এক গ্রামবাসীর। সেই নিয়ে বচসা তর্কাতর্কি শুরু হয়। অভিযোগ, আশিসকে বাইক থেকে কলার ধরে টেনে নামিয়ে মারধর করা হয়। রাস্তায় ফেলে বুকে লাথি মারা হয় বলেও অভিযোগ। বন্ধু তাঁকে ছাড়িয়ে কোনওভাবে বাড়ি নিয়ে যায়। রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করেন আশিস। তাঁর বাবা বিকাশকে বলেন ঘটনার কথা। অভিযোগ, পরদিন ওই গ্রামে গিয়ে কেন ছেলেকে মারা হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে গেলে তাঁদের উপর চড়াও হয় গ্রামের অভিযুক্তরা। শুক্রবার রাতে রক্ত বমি শুরু হয়। পাণ্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখান থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আইসিইউ-তে স্থানান্তরের কথা বলেন চিকিৎসক। এরপর তাঁকে কল্যাণীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর সেখান থেকে এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় আশিসের। ঘটনায় লাল্টু বাউল দাস ও শুভঙ্কর বাউল দাস নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ।

জেলা পুলিশের রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে রবিবার জেলা পুলিশ লাইনে স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে রক্তদান ৪০০ জন পুলিশ কর্মী। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিনাকী দত্ত, ওয়েলফেয়ার কমিটির রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক বিজিতাশ্ব রাউত, জেলা কমিটির শ্যামল চক্রবর্তী, সোমনাথ সুকুল, সুলেখা ব্যানার্জি, অঞ্জনা পাঞ্জা সুরল, আলতাফ আলি শা, শেখ আফসার আলি, নজরুল ইসলাম, আসলাম খান সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান করেন ওয়েল ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান তথা জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। পুলিশ আধিকারিক বলেন, সমাজের অঙ্গ হিসেবে পুলিশ যে শুধু লাঠি বা বন্দুক হাতে সর্বসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত থাকে তা নয়, তারা অন্যান্য সামাজিক কাজেও নিজেদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আজ তাদেরই ৪০০ জন রক্তদানের মতো একটি বিশেষ সামাজিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে রক্তদান করেন।

বাগদা উপনির্বাচন : বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাসের সমর্থনে সুকান্ত ও শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাসের সমর্থনে কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং শান্তনু ঠাকুর নির্বাচনের প্রচারে বাগদায়। এদিন বাগদার মন্ডবঘাটা থেকে হেলেঞ্চা বাজার পর্যন্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সুকান্ত মজুমদার এবং শান্তনু ঠাকুর সহ বিজেপির জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে একটি মিছিল করা হয়। আগামী ১০ তারিখ বাগদার উপনির্বাচন তাই নির্বাচনের আগেই বিজেপির খাস তালুর তথা মতুয়াগড় হিসেবে পরিচিত বাগদা বিধানসভা ধরে রাখতেই মূলত এই নির্বাচনী প্রচার গেরুয়া শিবিরে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, বাগদা আমরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করব, তৃণমূলের দুর্নীতি আর অপপ্রচার আমাদের আটকাতে পারবে না। শান্তনু ঠাকুর বলেন, বাগদা আমরা জয়লাভ করব, তৃণমূল প্রার্থী যিনি তিনি আমার

যেই হোন না কেন আমাদের লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধে, তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এদিন বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে এসে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জেলা বিজেপি সভাপতিকে কেলানি খাওয়ার উপদেশ দিতে শোনা গিয়েছে একটি ভাইরাল ভিডিওতে। তিনি হেলেঞ্চাতে একটি পদযাত্রা করেন। সেই উপলক্ষ্যে হেলেঞ্চা মন্ডবঘাটাতে পৌঁছলে জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল তাকে স্বাগত জানান। পরবর্তীতে দেবদাসের উদ্দেশ্যে সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা যায় কেলানি খান তারপরে না হয় বলব সিকিউরিটি দরকার আছে। কি করে বুঝব আপনার সিকিউরিটি দরকার। যদিও এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি বিজেপি নেতৃত্বের।

রেলের হাই টেনশন তারের ওপর পরল রেল গেট, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ভাঙা রেলগেট মেরামতির সময় আচমকা চলন্ত ট্রেনের প্রথম বগিতে পড়ে বিপত্তি, হঠাৎ ট্রেনের ওপর থেকে আগুনের ফুলঝুরি আতঙ্ক ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপ যাত্রীদের। হাবড়ার জয়গাছি এলাকায় একটি ছোট মালবাহী গাড়ির ধাক্কায় রেলগেট ভেঙে যায়, সেই রেলগেট রেলের লোকজন সরাতে গেলে রেলের হাই টেনশন তারের উপর রেলগেট পড়ে আগুনের ঝলকানি ছুটে নিমেষে ছিঁড়ে যায় হাই টেনশন তার। পরে ট্রেনের ওপর থেকে যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে লাফিয়ে ট্রেন থেকে নেমে যায়। বনগাঁ শিয়ালদা শাখার ৩০ নম্বর রেলগেট। হাবড়ার ঘটনা। গেট ভেঙে হাই টেনশন থেকে প্রায় দু ফুট দূরত্বে বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। গেট ম্যান ঠিক আগেই ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেয়। দু-তিন মিনিট দাঁড়ানোর পর ফের গেটম্যান সবুজ পতাকা নেড়ে ট্রেনটি যাওয়ার সিগন্যাল দেয়। আর তখনই গেটের উপড়ে প্রথম বগির ওপরে দড়ি ধরে টেনে রাখা গেটটি আচমকা পরে হাই টেনশন তারের উপর এরপরেই আগুনের ঝলকানি দিয়ে হাই টেনশন তার যাত্রীবাহী ট্রেনের উপর পড়ে ও আতঙ্ক তৈরি হয়। প্রশ্ন উঠছে বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও গেটম্যান কিভাবে ট্রেনটি যাওয়ার জন্য পতাকা নেড়ে সিগন্যাল দিলেন। যদিও গেটম্যানের সাফাই

কাজ ঠিকঠাক মেরামতি চলছিল লাইন ঠিক ছিল আর আচমকাই হাত স্লিপ করে ভাঙা গেটটি স্লিপ খেয়ে পড়ে যায়। ট্রেন চালকের দাবি, আমাকে গ্রেট ম্যান সিগন্যাল দিয়েছিল তাই আমি ট্রেনটি চালিয়েছিলাম। এই ঘটনার জেরে দীর্ঘ সময় বনগাঁ সহ বিভিন্ন স্টেশনে হোটেল চলাচলে বিঘ্নিত হয়। এমনকী বনগাঁ স্টেশনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ছিল কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস। পরবর্তীতে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, টাওয়ার ভ্যান এনে রেলের ইঞ্জিনিয়ারা লাইন মেরামতি কাজ সম্পন্ন করার পর সমস্ত ট্রেন ধীরগতিতে চালানো হয় আড়াই ঘণ্টা পর অর্থাৎ সন্ধের পর থেকে। তবে কিভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটল তদন্ত করছে রেলের পক্ষ থেকে।

ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির বেগমপুরে সোনার দোকানে ডাকাতি। ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। শনিবার দুপুরে দোকান বন্ধ করার সময় দুই দুষ্কৃতী ক্রেতা সেজে দোকানে ঢোকে। দোকানের কর্মীরা বলছেন, দোকান এক প্রকার ফাঁকাই ছিল, সেই সুযোগকে কাজে লাগায় দুষ্কৃতীরা। একজন দোকানে থাকা মালিককে একটার পর একটা গয়না দেখাতে বলেন। অপরজন

দোকানের গেটের সামনেই বসে থাকেন। দোকানের কর্মীরা জানাচ্ছেন, দোকান মালিক কিছু বোঝার আগেই সোনার চেন, আংটি-সহ একাধিক সোনার তৈরি সামগ্রী পকেটে ভরতে থাকেন। চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। দু'জনের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে দাবি করেন দোকানের মালিক। স্বর্ণ ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, দু'জনই হিন্দিভাষী। তাঁদের আচরণে ও কথাবার্তা মনে হয়েছে বাংলার বাসিন্দা নন। ঘটনার খবর পেয়ে দোকানে যায় পুলিশ। দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। দুই দুষ্কৃতীর কার্যকলাপ সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ইতিমধ্যেই চণ্ডীতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকার ব্যবসায়ীরা। প্রসঙ্গত, ঠিক দু'দিন আগেই রাজ্যে ডাকাতির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁরা জানান, ভিন রাজ্যের সীমানা দিয়ে বাংলায় আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে। ভিন রাজ্যের ডাকাত দলও টার্গেট করছে বাংলাকে। তার মধ্যেই আবারও ডাকাতি।

হুল দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রবিবার কাঁকসা ব্লকের বিডিও অফিস সংলগ্ন এসএইচজি বিল্ডিংয়ে হুল দিবস পালিত হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক, দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক, কাঁকসার বিডিও, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি জয়জিত মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হুল দিবসের সূচনা করা হয়। এছাড়াও এদিন এসএইচজি বিল্ডিংয়ের সামনে বিরষা মুন্ডা, ও সিধু কানুর পূর্ণাবয়ব মূর্তির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করেন মন্ত্রী সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার মেমারিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মেমারি চার নম্বর ওয়ার্ডের সুলতানপুর রায়পাড়া এলাকায়।

শনিবার রাত দশটা নাগাদ মেমারি চার নম্বর ওয়ার্ডের সুলতানপুর রায়পাড়া এলাকায় বাড়ির ভিতর থেকে ওই গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে মেমারি থানার পুলিশ। মৃতার নাম প্রতিমা চক্রবর্তী, বয়স আনুমানিক ৪২ বছর। জানা গিয়েছে, মেমারির সুলতানপুর রায়পাড়ায় বসবাস করতেন প্রতিমা চক্রবর্তী ও তার স্বামী হৃদয় চক্রবর্তী। হৃদয় চক্রবর্তী পেশায় রাঁধুনি। বিভিন্ন পর্যটক দলের সঙ্গে বিভিন্ন সময় রান্নার কাজে যান তাই বর্তমানে হৃদয় চক্রবর্তীর রান্নার কাজে একটি পর্যটক দলের সঙ্গে দিঘায় রয়েছেন।

প্রতিমা চক্রবর্তী স্থানীয় একটি হিমঘরে আলু বাছাইয়ের কাজ করতেন এবং মেমারির এলআইসি পাড়া সংলগ্ন এলাকায় একটি ছোট্ট দোকান রয়েছে তার। হৃদয় চক্রবর্তী ও প্রতিমা চক্রবর্তীর কোনও সন্তান নেই, তাই স্বামী আর স্ত্রী নিয়ে ছোট্ট সংসার তাদের। শনিবার প্রথমে প্রতিবেশীরা ও বাড়ির পাশের আত্মীয়-স্বজনেরা তার ঘরের ভেতর থেকে দরজা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখে। প্রতিবেশীরা ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখেন যে, প্রতিমা চক্রবর্তীর গলাতে ধারালো অস্ত্রের কোপ এবং শরীরের অন্যান্য স্থানেও রয়েছে আঘাতের চিহ্ন। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন প্রতিমা চক্রবর্তী।

খবর দেওয়া হয় মেমারি থানায়। মেমারি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিমা চক্রবর্তীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর মৃতদেহ মেমারি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

রবিবার প্রতিমা চক্রবর্তীর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। কি কারণে এই খুন তার তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

১৭ বছর পর দেশ আবার বিশ্বকাপ জিতেছে। দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে বাগনানের অঙ্কন স্কুল শিল্পাঙ্কনের প্রত্যেক ছাত্রী বিশ্বকাপের ছবি আঁকল।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং ১১১২-১৯৯২ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : শাঁখাড়িপুর, অংশ দাগ নং ১৭(অংশ) এবং ১৮ (অংশ), ইপি নং ১৬২ অধীন, জেএল নং ১০৬, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রামনগর -২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হারিয়ে/স্থানান্তরিত হয়েছে আমাদের মক্কেল (শ্রী শুভঙ্কর সেন) এর হেফাজত থেকে সাধারণ কাজের সময়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২৫.০৬.২০২৪ তারিখে বারুইপুর থানায় উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ২৪৯২ তারিখ ২৫.০৬.২০২৪ দাখিল করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও সন্ধান জানলে অবিলম্বে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

আপনার বিশ্বস্ত,
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
রিজেন্ট হাউস, ৪র্থ তল, চেম্বার-২ এবং ৩,
১২,গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা : ৭০০০৬৯
ফোন : নং : ০৩৩-৪৮২২২৯২৯
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com
তারিখ : ২৯.০৬.২০২৪

E-Tender

E-Tender invited by Prodhan, **Bhaluka Gram Panchayat** under Krishnagar-I Panchayat Samity, P.O.-Krishnagar, Dist.-Nadia, **NIT No-01/Bhaluka/15th FC (Tied)** and **NIT No-02/Bhaluka/15th FC (Untied) 2024-2025 Dt- 01.07.2024**, vide memo No. 89/Bhaluka GP/2024 & 90/Bhaluka GP/2024, Last date and time for submission of E-Tender on **09.07.2024 up to 5.00 pm** (as per server clock) For details, please contact to the office or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Bhaluka GP

NOTICE

In the Learned Court of District Judge, Hooghly at Chinsurah.
Misc. Case No.156 of 2023.

Smt. Jhuma Mondal, aged about 27 years, wife of Late Shrikanta @ Srikanta Mondal, of Village and Post Office Balipur, P.S. Khanakul, District Hooghly, Pin-712401, Phone No.9735382782. **... Petitioner.**
ii) Minor daughter **Anuska Mondal**, D/O Late Shrikanta @ Srikanta Mondal,
iii) Mother **-Astabala Mondal,** wife of Late Ramprasad Mondal, All residing at Village and P.O. Balipur, P.S. Khanakul, District Hooghly, Pin-712401.

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে উপরোক্ত দরখাস্তকারী তাহার নাবালক সন্তান Minor **Anuska Mondal**, aged about 02 years, Daughter of Late Shrikanta @ Srikanta Mondal, of Village and P.O. Balipur, P.S. Khanakul, District Hooghly, Pin-712401 এর অর্জিত নিম্ন তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত সম্পত্তিতে স্বাভাবিক গার্জেন হিসাবে হস্তান্তর করিবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। এ ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জ্ঞাত করিবেন অন্যথায় পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা হইবে না।

Schedule of the Properties

"Ka' schedule property (purchased property)
District: Hooghly, P. S. - Khanakul, Mouja - Balipur, J. L. No. - 113,
L.R. Khatian no- 3293.

Plot No.	Classification	Total area (acre)	Share	Share area (acre)
R.S.- 106, L.R. - 618	Shali	0.91	0.0139	0.01 (1.25 decm)
R.S.-539, L.R. - 636	Shali	0.68	0.0090	0.01 (0.5 decm)
R.S.- 1000, L.R. - 1116	Shali	0.87	0.0157	0.02 (1.5 decm)

"Kha' schedule property (Inherited property)
District: Hooghly, P.S. - Khanakul, Mouja - Balipur, J.L. No. 113,
L.R. Khatian no- 7613.

Plot No.	Classification	Total area (acre)	Share	Share area (acre)
1100	Shali	0.54	0.0167	0.01
642	Shali	0.74	0.0018	0.00
716	Bastu	0.25	0.0494	0.01
814	Bastu	0.38	0.0333	0.01

"Ga' schedule property
District: Hooghly, P.S.-Khanakul, Mouja - Balipur, J.L. No. - 113,
L.R. Khatian no- 3293.

Plot No.	Classification	Total area (acre)	Share	Share area (acre)
R.S.- 106, L.R. - 618	Shali	0.91	0.0047	0.0033 (0.4167 decm)
R.S.-539, L.R. - 636	Shali	0.68	0.0003	0.0033 (0.1667decm)
R.S.- 1000, L.R. - 1116	Shali	0.87	0.0052	0.0067 (0.5 decm)

L.R. Khatian no- 7613.

Plot No.	Classification	Total area (acre)	Share	Share area (acre)
1100	Shali	0.54	0.0055	0.0033
642	Shali	0.74	0.0006	0.00
716	Bastu	0.25	0.0494	0.0033
814	Bastu	0.38	0.0111	0.0033

দরখাস্তকারী পক্ষের
জয়ন্ত কুমার পাইন
এ্যাডভোকেট

অনমত্যানুসারে,
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার, হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত

ফর্ম জি
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড - মেটাল এবং স্টিল শিল্প পরিচালনকারী-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড PAN : AAECA5230B CIN : L27101WB2002PLC094979
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১২
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://www.ankitmetal.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	৩৫, সালতোরা বাঁকুড়া রোড, জোরহীরা ছাতনা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২২১৩৭
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	পণ্য — উৎপাদন ক্ষমতা স্পঞ্জ আয়রন — ২,১০,০০০ (এমটি) এমএস বিলেট — ১,৮০,০০০ (এমটি) পিলেট — ৬,০০,০০০ (এমটি) টিএমটি বার/এমএস রাউন্ড — ১,০০,০০০ (এমটি) ওয়ার রড — ১,৮০,০০০ (এমটি) পিগ আয়রন — ১২,৫০০ (এমটি) ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান — ২০ এমডব্লিউ - ডব্লিউএইচআরবি (ওয়েস্ট হিট রিকভারি বেসড); ২৫.৫ এমডব্লিউ - এএফবিসি (অ্যাটমোসফিয়ারিক ফ্লুইডাইসড বেড কমবাশন)
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	বিগত আর্থিক বর্ষে বিক্রয়কৃত পণ্য/পরিষেবা পরিমাণ এবং মূল্য : বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ আর্থিক বর্ষের কারবার থেকে রাজস্ব ৮৫৩.৯৯ কোটি টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সালে সমাপ্ত ৯ মাসের কারবার থেকে ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের তৃতীয় তিনমাসের আর্থিক ফলাফল অনুযায়ী রাজস্ব ৫৫৫.৬৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট ডেটরের অর্থিক ফলাফল ওয়েবসাইট https://www.ankitmetal.com/ উপলব্ধ মতে।
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা : সংশ্লিষ্ট প্ল্যান্ট ডিসেম্বর '২৩ পর্যন্ত চালু ছিল এবং কর্পোরেট ডেটরের পূর্বের ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মোট কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা ছিল ১,০১৬।
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনার তারিখ (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক প্রতিবেদন(তপশিল সহ) আরও বিস্তারিত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াধীন পরবর্তী ঘটনার সংশ্লিষ্ট তারিখ উপলব্ধ : আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য বিনিয়োগকারীদের কর্নার ট্যাব https://www.ankitmetal.com/ investors.html দেখুন। আগ্রহ প্রকাশক বিস্তারিত এবং সংশ্লিষ্ট তারিখের জন্য উল্লেখ করুন সিআইআরপি ট্যাব https://www.ankitmetal.com/ বা ইমেল পাঠান : IP.ankitmetal@gmail.com।
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) অধীনে প্রস্তাব আবেদনের জন্য উপযুক্ততা উপলব্ধ : সিআইআরপি ট্যাব https://www.ankitmetal.com/ বা ইমেল IP.ankitmetal@gmail.com পাঠিয়ে আগ্রহ প্রকাশক (ইওআই) প্রক্রিয়ার নথি পাওয়া যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৬ জুলাই ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৬ জুলাই ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	৩১ জুলাই ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১০ আগস্ট ২০২৪
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৪ আগস্ট ২০২৪ (উপযুক্ত পিআরএএস কর্তৃক সম্পাদিত নন-ডিসক্লোজার চুক্তি গৃহীত সাপেক্ষে)
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	IP.ankitmetal@gmail.com

ক্ষিতিজ ছাউছারিয়া
(IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616)
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার - অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
ই : IP.ankitmetal@gmail.com
আইবিবিআই নথিভুক্ত : প্রযত্নে বি. ছাউছারিয়া অ্যান্ড কোং,
৮এ এবং বি, সত্যম টাওয়ার ৩, আলিপুর রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭
ইমেল : kshitiz@bccoindia.com; এএফএ বৈধ ২২ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ : ১ জুলাই ২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, দক্ষিণবঙ্গ
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে পরবর্তীতে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক তাদেরকে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং /স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জমিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত অর্থ তার উপর সুদ সহ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জমিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশ তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **মহঃ মাজিদ** পিতা- মরহুম আব্দুল জব্বার **এবং নাহিদা খাতুন** স্বামী- মহঃ মাজিদ **উভয়েরই ঠিকানা-** এফআর ২, ৪র্থ ফ্লোর, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮২৮, উত্তর পূর্ব ফরতাবাদ, স্কিম প্লট নং এসসি ১, ফেজ - ২-এ, গুলমোহর পার্কের মধ্যে, পোস্ট- গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪ এবং ৩/৪এ/এইচ/১৭, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড, নারকেলডাঙ্গা, ফাশি মসজিদের কাছে, কলকাতা ৭০০০১১।	স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং এফআর-২ দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকের ৪র্থ ফ্লোরে কমবেশি ১১৩২ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ড আপ এরিয়া এবং নীচ তলায় একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ যার নং ২ পরিমাপ ১২০ বর্গফুট সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং বহুতল ভবনের সাধারণ এলাকার শেয়ার যা কমবেশি ৯.৯০ ডেসিমেল বা ৬ কাঠা (কমবেশি) সমতুল্য জমি পরিমাপের উপর নির্মিত এবং মৌজা বারহাঁস ফরতাবাদ, জেএল নং ৪৭, আর.এস. দাগ নং ৩৯৭৩ এবং ৩৯৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৯৫,১৭৪০, ১৭৪২, ১৭৪৩, স্কিম প্লট নং এসসি-১ -এর অধীনে, ফেজ- ২-এ, গুলমোহর পার্কের মধ্যে, থানা- সোনারপুর, পোস্ট- গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪, হোল্ডিং নং ৮২৮, উত্তর পূর্ব ফরতাবাদ, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০২৮, থানা- সোনারপুর, এডিএসআরও গড়িয়া জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তিটি মহঃ মাজিদের নামে আছে দলিল নং- ২০১৮ সালের ১৬২৯০৪৪৩১ মাধ্যমে,** বই - ১, ভলিউম ১৬২৯-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৩৪৬০৬ থেকে ১৩৪৬৪০ পর্যন্ত -তে নিবন্ধিত এডিএসআরও অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার গড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে ।	১) ২৫.০৪.২০২৪ ২) ২৮.০৬.২০২৪ ৩) ৪৯,৪৭,২৬৭.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি টাকা মাত্র) ০৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খরচ সহ ।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স সারদা বস্ত্রালয় স্বত্বাধিকারী- প্রদীপ দাস মহাপাত্র,** **অবস্থান-** গ্রাম: খারাই কোটেবাড়, পোস্ট- কারুইগড় এগ্রা, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৪২৯, **জামিনদার:** **শ্রীমতী চঞ্চলা দাস মহাপাত্র,** স্বামী- শ্রী প্রদীপ দাস মহাপাত্র। গ্রাম- গোবর্ধনপুর, পোস্ট- হারুইগড়, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, শহর তমলুক, পিন- ৭২১৪২৯	(১) ২ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর জমি ও বিল্ডিং, মৌজা - খারুই কোটবাড়, থানা - পটাসপুর, জেএল নং-৮২, খতিয়ান নং- ১৯০ (সাবেক) ২২১৮,২২১৭ (এলআর), প্লট নং ৫৪৭, দলিল নং- ০৭২৭৬, সাল- ২০১৪, বই নং- ১, ভলিউম নং-২৪, পৃষ্ঠা-২৬৪৭ থেকে ২৬৫৬ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত। **প্রদীপ দাসমহাপাত্র এবং চঞ্চলা দাসমহাপাত্র এর নামে সম্পত্তিটি আছে।** **চতুর্দিক পরিবেষ্ঠিত:** উত্তরে- টোকন বেরার প্লট, দক্ষিণে- অশিম মহাপাত্রের প্লট, পূর্বে - এগ্রা থেকে বাজকুল পিচ রোডের প্লট, পশ্চিমে- পরমেশ্বর সাউ এর প্লট দ্বারা। (২) জমির পরিমাপ ১৪ ডেসিমেলের মধ্যে ১০ ডেসিমেল, মৌজা - গোবর্ধনপুর, থানা- পটাসপুর, জেএল নং- ৯৪. খতিয়ান নং- ২৯৪. এলআর খতিয়ান নং- ৭১০ (পূর্বতন), আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং-৭১৫, ডিড নং- ৩০১৮ সাল- ২০০৩, , ভলিউম নং-৮৭, পৃষ্ঠা- ১৯৬ থেকে ২০১, **সম্পত্তিটি প্রদীপ দাসমহাপাত্র পিতা- শম্ভুনাথ দাসমহাপাত্র এর নামে আছে।** **চতুর্দিক পরিবেষ্ঠিত:** উত্তরে- এগরা থেকে ইটাবেড়িয়া রোড, দক্ষিণে- খালি জমি (সালফ), পূর্বে - গ্রামের রাস্তা, পশ্চিমে- নন্দ কুমার দাস দ্বারা।	১) ২৫.০৪.২০২৪ ২) ২৭.০৬.২০২৪ ৩) ২৮,৩৯,৭২০.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশো কুড়ি টাকা মাত্র) ১৮.০৪.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খরচ সহ ।
৩.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রীমতী সিমা মন্ডল** স্বামী- সঞ্জিত মন্ডল, ঠিকানা- নিয়ন রেসিডেন্সিতে, ফ্ল্যাট নং ৩১, ব্লক-সি, ৩য় ফ্লোর, ১৮, গুহ পার্ক (পূর্বতন ৭ গুহ পার্ক), থানা- লিলুয়া, হাওড়া ৭১১২০৪ (সিলভার জুবিলি হাসপাতালের কাছে) এবং ১৬৫, সাধুরবাগান, পোস্ট এবং থানা- রানাঘাট, নদীয়া ৭৪১২০১	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩এল -এর সকল যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৯৯৮ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি, 'নিয়ন রেসিডেন্সি'-এর ব্লক সি এর তৃতীয় ফ্লোরে, সেইসঙ্গে জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা ইন্টারেস্ট এবং উল্লিখিত প্রেমিসেসের সাধারণ পরিষেবা এলাকায় সমস্ত সুবিধার অধিকার সহ বাস্তু জমি ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা লিলুয়া তে অবস্থিত, থানা-লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, বর্তমান প্রেমিসেস/ হোল্ডিং নং ১৮ গুহ পার্ক, (পূর্বতন ৭, গুহ পার্ক), ওয়ার্ড নং- ৬৫, দাগ নং ১৯৯৬, খতিয়ান নং ১৪০৭ (এখন ৬৩৯) এল.আর. খতিয়ান নং ৬৭১৪ পিন- ৭১১২০৪, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে। **ফ্ল্যাটটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্ঠিত:** উত্তরে- কমন প্যাসেজে খোলা আকাশ, দক্ষিণে- সিঁড়ি এবং কমন প্যাসেজ, পূর্বে- ফ্ল্যাট নং ৩ এল, পশ্চিমে- কমন প্যাসেজে খোলা আকাশ দ্বারা। **সম্পত্তিটি ২০২১ সালের দলিল নং ১৯০১০৫২৬১,** ভলিউম নম্বর ১৯০১-২০২১, পৃষ্ঠা ৩০৪৬০১ থেকে ৩০৪৬৬০ পর্যন্ত -তে **শ্রীমতি সিমা মণ্ডলের নামে,** এআরএ-১ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অ্যাসিউরেন্স অফিসে নিবন্ধিত।	১) ২৪.০৪.২০২৪ ২) ২৮.০৬.২০২৪ ৩) ২৯,০৪,৪১৬.০০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ চার হাজার চারশো ষোল টাকা মাত্র) ২৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খরচ সহ।
৪.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতী তনিমা মুখার্জি,** স্বামী- রঘুনাথ মুখার্জি, ৪৮,৪৯ এবং ৪৯/১ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কদমতলা, হাওড়া ৭১১১০১	মোকোরারি মৌরাশি বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৫৫৬ বর্গফুট , যার অবস্থান- প্রমিসেস নং ৪৯, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, থানা- বান্তরা, জেলা- হাওড়া, যার আছে দোতলায় দুটি কক্ষ, আচ্ছাদিত বারান্দা, উঠোন সহ সকল প্রকারের সুবিধা, পথ এবং ওয়ার্ড নং ২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমার অধীনে, জেলা- হাওড়া। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্ঠিত:** উত্তরে- বিক্রেতাদের অংশ, দক্ষিণে- আচ্ছাদিত রওয়াকে, ৫১ দেশপ্রান সাসমল রোড, হাওড়া এবং ৪৯, দেশপ্রাণ সাসমল রোড, হাওড়া রাস্তা থেকে হোল্ডিং নম্বর পর্যন্ত কমন প্যাসেজ, পূর্বে - হোল্ডিং নম্বর ৪৮, দেশপ্রাণ সাসমল রোড, হাওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে- ৫০ এবং ৫১ নম্বর, দেশপ্রান শাসমল রোড, হাওড়া মেথর প্যাসেজে। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী তনিমা মুখার্জি, স্বামী-শ্রী রঘুনাথ মুখার্জীর নামে আছে ডিড নং ৩১৮৪ সাল-২০০৩** তারিখ- ২৮/০৩/২০০৩ বই নং. -১, ভলিউম-৭২, পৃষ্ঠা ৭১ থেকে ৭৯ পর্যন্ত এডিএসআর হাওড়া তে ২৮/০৩/২০০৩ তারিখে নিবন্ধিত অনুযায়ী।	১) ২৫.০৪.২০২৪ ২) ২৮.০৬.২০২৪ ৩) ১৯,৮৩,৪২৭.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ তিরাশি হাজার চারশো সাতাশ টাকা মাত্র) ২১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খরচ সহ।

দ্রষ্টব্য- দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ০১.০৭.২০২৪
স্থান: কলকাতা/হাওড়া/ পূর্ব মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দোকানের সামনে হকার বসিয়ে অতিরিক্ত আয় ব্যবসায়ীদের একাংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: হকার সমস্যা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। বিভিন্ন প্রান্তে জবরদখলকারী তুলতে হিমসিম প্রশাসন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে একমাস সময় নিয়েছেন হকার ও জবরদখলকারীদের। শনিবার কলকাতায় হকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অশান্তি ও হয়েছে ব্যাপক। এই অশান্তি থামাতে রীতিমতো কালঘাম ছুটেছে পুলিশের। রাজ্যের বিভিন্ন পয়েন্টে হকার বসিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা রোজগার করছেন এটি নিশ্চিত হওয়ার পরেই কড়া

হাতে তা বন্ধ করতে তৎপর হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ মার্কেটে যেখানে ব্যবসায়ী ও হকারদের মধ্যে অশান্তি হয়েছে সেখানে হাওড়ার বাগনান এলাকায় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেই উঠেছে হকার বসানোর অভিযোগ। কোনও রাজনৈতিক দলের দাদা নয়, হকারদের কাছ থেকে দিন পিছু ৬০-১০০ টাকা জায়গা ভাড়া দিয়ে অতিরিক্ত আয় করছে ব্যবসায়ীদের একাংশ। বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বেশ কিছু হকার এই ভাবে বসানো হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হকার জানান, 'সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত একশো টাকা জায়গা ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করতে হয়। উল্লেখ্য হাওড়ার বাগনান শহর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বাগনান স্টেশন এবং বাসস্ট্যান্ড থেকে লক্ষাধিক মানুষের যাতায়াত প্রতিদিন। আর এই ব্যস্ততম এলাকায় রাস্তার দু'ধারে হকার বসে থাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং যানজটের সৃষ্টি হয়। এছাড়া বাগনান বাস স্ট্যান্ড এলাকায় পরিষদ অনুযায়ী যান চলাচলে সংখ্যা প্রায় তিনগুণ হওয়ায় যানজট বাগনান বাস স্ট্যান্ড এলাকার মানুষের নিত্য সঙ্গী। অন্যদিকে ব্যবসায়ী সমিতি এই ধরনের কোনও কথা জানে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য সেলুনের সামনে জামাকাপড়ের পসরা নিয়ে ও বসতে দেখা যায় হকারদের। ফলে যানজট আর নিত্য অশান্তি।

ফুলহার নদীর ভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শনে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন

ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হরিশ্চন্দ্রপুরে ভাঙন শুরু হতেই গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের রশিদপুর গ্রামে ফুলহার নদীর ভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। তাঁর সঙ্গে এদিন সেচ দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। যদিও মন্ত্রীর সামনে গ্রামবাসীদের অনেকেই ভাঙন প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কথাও জানান। সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে জানাবেন বলেও ভাঙন কবলিত এলাকার বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

উল্লেখ্য, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকটি ভাঙন কবলিত। এই ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় প্রতিবছরই ফুলহার নদীর দাপটে বহু ভিটেমাটি হারাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। ভাঙন কবলিত স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েকদিনের ব্যবধানে বেশ কয়েকটি বাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। বারবার

প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি। এদিন এলাকায় স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী এসেছিলেন তাকে এলাকার সমস্ত সমস্যার কথা খুলে বলা হয়েছে। দ্রুত ভাঙন প্রতিরোধের কাজ না হলে এবারের বর্ষার মরশুমে বহু ঘরবাড়ি ফুলহার নদীর গর্ভে চলে যাবে বলেও জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

মন্ত্রী তাজমহল হোসেন বলেন, রাজ্য সরকার সব সময় ভাঙন প্রতিরোধের কাজের জন্য তৎপর রয়েছে কিন্তু এই ভাঙন প্রতিরোধের কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার টাকা দিচ্ছে না। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকাটি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাংসদ রয়েছেন বিজেপির খগেন মুর্মু কিন্তু তিনি কেন্দ্রের কাছে এলাকার সমস্যা নিয়ে কোনওদিনই জানাননি। যদি ওই প্রসঙ্গে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ভাঙ্গন রোধের কাজের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে জানালেই মনে হয় সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু এতদিন সেটা করা হয়নি। ফলে এলাকার মানুষদের দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে।

অন্ডালের খান্দরায় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানের নামে চোর পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রবিবার ভোর হতেই পথ চলতি মানুষের নজরে এল বেশ কিছু পোস্টার দেওয়ালে সাঁটানো। পোস্টারের লেখা 'চোর চোর চোর, খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান গণেশ বাদ্যকর চোর। খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চোর।' যাকে ঘিরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালের খান্দরা জুড়ে রবিবার সকাল থেকেই পড়ে গেল শোরগোল।

উল্লেখ্য, গত ২৪ জুন উপপ্রধানকে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের ভেতর আটকে রেখে তালা দিয়ে প্রধান আর উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল পঞ্চায়েতের ১৩ জন

সদস্য। শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেদিন সকাল থেকেই। এবার প্রধান আর উপপ্রধানের বিরুদ্ধে 'চোর চোর চোর' স্লোগানে পোস্টার পড়ল খান্দরাড় বিভিন্ন এলাকায়। প্রধান এবং উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির এই পোস্টার ঘিরে বিড়ম্বনায় পড়েছে জেলা তৃণমূল। যদিও খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গণেশ বাদ্যকর বলেন, 'যারা কাজের মানুষ হয় তাদের নিয়েই সমালোচনা করে। যদি আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত কেউ প্রমাণ করতে পারে তাহলে যা শাস্তি হবে মাথা পেতে নেব। তবে এইসব পুরোপুরি বিরোধীদের চক্রান্তদ এমনটাই জানালেন খান্দরা পঞ্চায়েতের এক সদস্য আশিষ ভট্টাচার্য।

অন্যদিকে সিপিআইএম নেতা অঞ্জন বক্সী জানান, এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, এর সঙ্গে সিপিআইএমের কোনো যোগাযোগ নেই। কারণ তারা এ ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।

সংশোধনাগারের আবাসন থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসন থেকে উদ্ধার এক মহিলার মৃতদেহ। ঘরের দরজা ভেঙে ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। রবিবার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম কল্পনা রানি শীল (৪৭)। বাড়ি কোচবিহার জেলার কামাখ্যাগুড়ি এলাকায়। তাঁর ছেলে শোভনলাল শীল বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে কর্মী। আগে শোভন বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসনে একাই থাকতেন। কয়েক মাস আগে তাঁর মা কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসনে তাঁর সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। শনিবার গভীর রাতে সেই আবাসন থেকেই তাঁর মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এদিকে ঘটনার পর থেকেই শোভনলালের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

অন্যদিকে, মৃত কল্পনা রানি শীলের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর ছেলের ভিন জাতের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এতেই আপত্তি তাঁর মায়ের। যার ফলে মা ও ছেলের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। এদিকে কল্পনা রানি শীলের মৃত্যুর পর থেকে নিখোঁজ তাঁর ছেলে। ঘটনার পর থেকেই বন্ধ রয়েছে তাঁর ফোন। এর ফলে স্বভাবতই সন্দেহ করা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

এ বিষয়ে মৃত মহিলার ভাইঝি জানান, 'পিসির সঙ্গে গত এক সপ্তাহ থেকে কোনও যোগাযোগ হয়নি। পিসি খুব শান্ত স্বভাবের। এভাবে শুধু শুধু মারা যেতে পারে না। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ রয়েছে। আমরা চাইছি এর সঠিক তদন্ত হোক।' এ বিষয়ে বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সুপারিনটেনডেন্ট দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'আমাদের কর্মীদের আবাসন ছিল ওটা, সেখানেই ওই মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আমরা ঘর বন্ধ অবস্থায় মৃতদেহ পেয়েছিলাম। পুলিশ এসে তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। যে কর্মী সেখানে থাকতেন, তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুরো বিষয়টি বালুরঘাট থানায় জানানো হয়েছে।' অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রকে অপহরণের পর ৬০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালিয়াচকের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রকে অপহরণের পর ৬০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কালিয়াচক থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর ঘটনার দুইদিন কেটে গেলেও, এখনো পর্যন্ত অপহরণকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে, কালিয়াচক থানার অন্তর্গত বড়নগর ডাঙা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচকের ডাঙা এলাকার বাসিন্দা পেশায় হকার এনামুল হক। তার ছেলে ইনজামুল হক স্থানীয় একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত। পুলিশকে অভিযোগে অপহৃত ছাত্রের পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, গত শুক্রবার বাড়ি ছাগল চরাতে গিয়ে তাদের ছেলে ইনজামুল নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর সারারাত পরিবার খুঁজলেও তার কোনও হদিস না পাওয়ায় কালিয়াচক থানায় অভিযোগ দায়ের করে। শনিবার তাদের কাছে ৬০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে অপহরণকারীদের ফোন আসে। এরপর থেকেই গোটা পরিবার আতঙ্ক এবং কান্নায় ভেঙে পড়েছে। অপহৃত ছাত্রের বাবা এনামুল হক বলেন, আমার পরিবার সাধারণ ঘরের। কোনওরকমে ছোটখাটো কাজ করে সংসার চালায়। আমাদের সঙ্গে এলাকায়

কারোর কোনো শত্রুতাও নেই। হঠাৎ করে কেন দুষ্কৃতীরা আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। ওরা আমার মোবাইলে ফোন করে ৬০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছে। এত টাকা কোথায় পাব? ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু পুলিশ এখনো পর্যন্ত আমার ছেলেকে উদ্ধার করতে পারিনি। কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, মোবাইলে সূত্র ধরে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। যদিও এখনো তদন্তের স্বার্থে পরিষ্কার করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আশা করছি খুব শীঘ্রই ওই ছাত্রকে উদ্ধার করা হবে।

বীরভূম জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সিউড়ি সিধু কানু মুক্তমঞ্চে উদযাপিত হল হুল উৎসব। এদিন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক, জেলা শাসক বিধান রায় সহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে উৎসবের শুভারম্ভ করলেন।

স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল নাবালিকা-সহ ১ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুকুরের জলে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল ১০ বছরের নাবালিকা সহ এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের নবগ্রাম সংলগ্ন এলাকাতে। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর একটা নাগাদ স্নান করতে নামে নবগ্রাম এলাকার মাঠের ধারে থাকা একটি পুকুরে এক দশ বছরের নাবালিকা সহ এক ব্যক্তি। নাবালিকা সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎই তলিয়ে যাওয়ায় তাকে বাঁচাতে গিয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে যায় এক ব্যক্তি। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে জলে নেমে মাছ ধরার জাল নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ ধরে খোঁজ না পাওয়ায় পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে জামালপুর থানার পুলিশ পৌঁছায়। ঘটনাস্থলে আসে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। নামানো হয় ডুবুরি। ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় খোঁজাখুঁজির পর নাবালিকা সহ এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। দুই জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ওই শিশু কন্যার নাম মধুমিতা মণ্ডল, আনুমানিক ১০ বছর বয়স। কলকাতার দমদম এলাকার বাসিন্দা। আরো এক ব্যক্তির নাম দীপেশ কুমার। আনুমানিক ৪০ বছর বয়স তার। বিহারের বাসিন্দা। জামালপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

রবিবার দুপুর একটা নাগাদ বান্ধবীর বর সহ ওই নাবালিকা নবগ্রাম এলাকায় থাকা বাড়ির পাশেই একটি পুকুরে স্নান করতে যায়। হঠাৎ সাঁতার কাটতে কাটতে জলের মধ্যে তলিয়ে যায় সে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে দীপেশ কুমার সে নিজেও ওই পুকুরের জলে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলে খুঁজে না পাওয়াতে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। পর্যায় মোকাবিলা দপ্তরের ডুবুরিয়ে এসে জল থেকে উদ্ধার করে ওই দশ বছরের নাবালিকা সহ ওই ব্যক্তিকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকাতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ার মাখলা শীতলাতলায় স্থানীয় যুবকবৃন্দের পরিচালনায় বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ওষুধ বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হল। সহযোগিতায় মাখলা ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংক। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ মাখলা ডাক্তার, বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ ও বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এবং স্থানীয় যুবক বৃন্দ। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ৭০ জনকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা এইসঙ্গে চিকিৎসকরা স্থানীয় যুবক বৃন্দ ও মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক একসঙ্গে বেশ কিছু বৃক্ষরোপণ করেন। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য আমরা এই বছর প্রথম বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ওষুধ বিতরণ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়েছি আগামী দিনেও আমাদের লক্ষ্য এইসব কর্মসূচি করার।

সন্দেশখালিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় হুল দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ১৮৫৫ সালে এই হুল বিদ্রোহ ব্রিটিশ ভারতের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম বলে মনে করেন অনেক ঐতিহাসিক। সহজ, সরল জনজাতিদের জল-জঙ্গলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে থাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ভূমির ওপর কর চাপায় তারা। যা আদায় করত কোম্পানির লেঠেল বাহিনী। এছাড়া সাঁওতাল রমণীদেরও খারাপ নজরে দেখা হত। যা কখনও মেনে নিতে পারেনি সাঁওতালরা। বঞ্চিত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে হতে তা বিদ্রোহের আকার নেয়। বর্তমান ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার ভাগনাদিহির মাঠে শুরু হয় জমায়েত। গবেষকদের মতে, আশপাশের চারশোর বেশি গ্রামের সাঁওতাল সেদিন জড়ো হয়েছিলেন অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে। সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে, সেদিন জমায়েত হয়েছিল প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি জনজাতি সমাজের মানুষজন। শুধুমাত্র ইংরেজ নয়, পাশাপাশি স্থানীয় জমিদার ও মহাজনরাও সাঁওতালিদের ওপর জোর-জুলুম ও অত্যাচার চালাত। সেখানেই প্রাপ্য দাবি ছিনিয়ে নিতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন জনজাতির বীর সন্তানরা। এরপরেই শুরু হয় যুদ্ধ। বিদ্রোহের থেকে যুদ্ধ। হুল দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় হুল দিবস। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে জেলা হুল দিবস পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক কাজল কুমার রায়, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, মহাকুমা শাসক আশিস কুমার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সায়ন্তন সেন সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

গ্যাংস্টার সুবোধ সিং এইবার আসানসোল আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গ্যাংস্টার কুখ্যাত জুয়েল থিপ, তোলাবাজ সুবোধ সিংকে আনা হল আসানসোলে আদালতে। গ্যাংস্টার, কুখ্যাত জুয়েল থিপ, তোলাবাজ সুবোধ সিংকে আনা হল আসানসোলে। বিহারের বেউর জেল থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে আসানসোলে আনা হল সুবোধকে। রবিবার আসানসোল সিজিএম কোর্টে তোলা হয়। ২০২২ সালে রানিগঞ্জের স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুন্দর ভালোটিয়ার বাড়িতে ডাকাতি ও তাকে অপহরণের চেষ্টা করেছিল ডাকাত দল। চলেছিল গুলির লড়াই। তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। ওই ঘটনায় ধৃত চার ডাকাতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুবোধের নাম উঠে আসে। ওই ঘটনার তদন্তে আসানসোলে আনা হল মাস্টার মাইন্ড সুবোধ সিংকে।

টোটো চালকের বিরুদ্ধে মিনি বাস কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ অন্ডাল মোড়ে এক বাস কর্মীকে মারধোরের ঘটনায় ছড়ালো উত্তেজনা। অন্ডাল স্টেশন থেকে কুমারডিহি আসার পথে সকাল ন'টা নাগাদ একটি মিনি বাস দাঁড়িয়ে ছিল অন্ডাল মোড় বাসস্ট্যান্ডে। সেই সময় একই জায়গা থেকে এক টোটো চালক যাত্রী তুলছিলেন নিজের টোটোতে। বাস কর্মী কাঞ্চন দে তার প্রতিবাদ করেন। টোটো চালককে বলেন বাস স্ট্যান্ড থেকে টোটোতে যাত্রী তোলার নিয়ম নেই। এই প্রতিবাদের ফলে টোটো চালক চড়াও হন বাস কর্মীর ওপর বলে অভিযোগ। মিনি বাস কর্মী কাঞ্চন দে'কে টোটো চালক মারধর করেন বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে বাসকর্মীরা বাস চলাচল বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। বন্ধ হয়ে যায় উখড়া, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ রুটের মিনিবাস চলাচল।

বাস কর্মীরা বলেন, টোটোর জন্য নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড রয়েছে। কিন্তু তারা প্রায় সময় বাসস্ট্যান্ডে এসে যাত্রী তুলে নিয়ে যাই। বারবার মানা করা সত্ত্বেও তারা এই কাজ করে। প্রতিবাদ করলে বাস কর্মী এমনকী বাস মালিকদেরও মারতে উদ্ধত হয় তারা। অভিযুক্ত টোটো চালকের শাস্তির দাবির পাশাপাশি বাস স্ট্যান্ড থেকে টোটোতে যাত্রী তোলা বন্ধের দাবি জানান বাস কর্মীরা। ঝামেলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে অন্ডাল থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে উত্তেজনা রয়েছে অন্ডাল মোড় এলাকাতে।

কিশোরীকে মারধরের অভিযোগ উঠল ৩ বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক কিশোরীকে মারধরের অভিযোগ উঠল ৩ বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পানাগড় বাজারে। আক্রান্ত ওই কিশোরী ও তার পরিবার দোষীদের শাস্তির দাবিতে রবিবার সকালে কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। আক্রান্ত ওই কিশোরীর অভিযোগ শনিবার রাতে এলাকারই ৩ জন যুবক তার ওপর চড়াও হয়। তাকে মারধর করে। তার গলা টিপে ধরে। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে তাকে ও তার পরিবারকে বিজেপি জিতলে এলাকায় তাদের থাকতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। তবে মারধরের ঘটনা প্রথমবার নয়। আগেও তাকে মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তার পরিবারের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ঝামেলা থাকলেও তার ওপরেই বার বার চড়াও হয় ও বিজেপির নাম নিয়ে ধুমকি দেওয়ার অভিযোগ। দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে ওই কিশোরী ও তার পরিবার। গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাসের অভিযোগ তৃণমূল চক্রান্ত করে বিজেপির ওপর দোষ চাপাচ্ছে। দুই প্রতিবেশীর জমি সংক্রান্ত ঝামেলায় অযথা বিজেপির নাম জড়ানো হচ্ছে। যদিও কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত জানিয়েছেন, বিষয়টা তার পুরো জানা নেই। তবে বিজেপি যদি বলে থাকে তৃণমূলের চক্রান্ত তা পুরোপুরি মিথ্যা। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি অনেক কথাই বলেছিল এখন তার প্রতিফলন ঘটছে।

রঘুনাথপুরে পথ দুর্ঘটনায় মোটর বাইক চালকের মৃত্যু, আটক ট্রেলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মোটরবাইকে করে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ জানিয়েছে, তার নাম আনন্দময় শান্তিকারি (৪৫)। বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের জোরাডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিমুলহিড় গ্রামে।

শনিবার গভীর রাতে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের রাঙামাটি মোড়ের অদূরে একটি ট্রেলারের সঙ্গে তার মোটর বাইকটির ধাক্কা লাগলে সে রাস্তার ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা পুলিশে খবর জানালে পুলিশ স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার দুপুরে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে তার দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশ ঘাতক ট্রেলারটি আটক করেছে।

ঝুলন্ত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শাড়ির ফাঁসে মৃত্যু হল এক মহিলার। নাম রিয়া চক্রবর্তী প্রসাদ (২৮)। বাড়ি পুরুলিয়ার পাড়া থানার অন্তর্গত আনাড়ার শ্যামপুর গ্রামে। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ শ্যামপুর গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে শাড়ির ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত অবস্থায় মহিলাটিকে উদ্ধার করে পরিবারের আত্মীয়রা রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে ওই মহিলার দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

আরামবাগে মর্যাদার সঙ্গে হুল দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ৩০ জুন সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাই এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে সারা রাজ্য জুড়ে পালন করা হয়। সেই মতো আরামবাগ মহকুমা জুড়ে পালিত হল হুল দিবস। এদিন গোঘাটের কামারপুকুরে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ১৭০ তম হুল দিবস পালন করা হল। শুক্রবার সকালে সাঁওতাল বিদ্রোহের শহিদ সিধু-কানু স্মরণে কামারপুকুর পীর অঞ্চল কমিটি ও গোঘাট মুলুক কমিটির উদ্যোগে পদযাত্রা ও সিধু কানুর মূর্তিতে

মাল্যদান করে এই দিনটি পালিত হয়। এদিন কামারপুকুর চটি থেকে ডাকবাংলো পর্যন্ত এই পদযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে চলে সিধু -কানুর পূজা অর্চনা। পাশাপাশি আরামবাগের সালেপুর এক নম্বর অঞ্চলের গির্জাতলায় সিধু কানুর মূর্তি উন্মোচিত হয়। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ একটি মাইলফলক স্বরূপ। সীমাহীন শোষণ, বঞ্চনা,অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের আশায় ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনকারী দেশীয় জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরবদের নেতৃত্বে সাঁওতালদের ঐক্যবদ্ধ গণজাগরণ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ আপোসহীন গণসংগ্রামের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছে, তা আমাদের দেশের মুক্তিকামী মেহনতি মানুষের কাছে প্রেরণার অফুরন্ত উৎস হয়ে আজও বয়ে চলছে। শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনের স্ফুলিঙ্গ দাবানলে রূপ নিয়েছিল ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন। ৩০ জুন ভগনাডিহির মাঠে সিধু-কানুর নেতৃত্বে জন জাগরণের মধ্য দিয়ে হুল বা বিদ্রোহের সূচনা হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এদিন ঐতিহাসিক হুল দিবস পালন করা হয় আরামবাগে।

‘বিজেপিমুক্ত মহারাষ্ট্র’ গড়তে বিধানসভায় জোট ঘোষণা শরদের

মুম্বই, ৩০ জুন: লোকসভায় বিপুল সাফল্যের পর লক্ষ্য এবার বিধানসভা। মারাঠাভূমে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ফের এক ছাতার তলায় এল মহা বিকাশ আঘাড়ি। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এনসিপি(শরদ) প্রধান শরদ পাওয়ার ঘোষণা করলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জোট বেঁধে লড়বে এনসিপি (এসপি), শিবসেনা (উদ্ধব) ও কংগ্রেস। চলতি বছরের অক্টোবর মাসে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে ‘মহাভারতের’ সঙ্গে তুলনা করে বিজেপিমুক্ত মহারাষ্ট্র গড়ার ডাক দিলেন শরদ পাওয়ার।

রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শরদ পাওয়ার বলেন, ‘মহারাষ্ট্রে একজোট হয়েই লড়বে বিরোধী শিবির। রাজ্যে পরিবর্তন প্রয়োজন। আর সেই পরিবর্তন সফল করতে জোটবদ্ধ হওয়াটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।’ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করে মারাঠা রাজনীতির ‘চাণক্য’ বলেন, ‘যেভাবে মহাভারতে অর্জুনের নিশানা ছিল মাছের চোখ, ঠিক সেই ভাবেই আমাদের নজর বিধানসভা নির্বাচন। কংগ্রেস, এনসিপি (এসপি) ও শিবসেনা (উদ্ধব) একজোট হয়ে এই নির্বাচন লড়বে।’ যদিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানান, আসন ভাগাভাগি নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিরোধী শিবিরের কোনও আলোচনা হয়নি। তবে শীঘ্রই এই বিষয়ে বৈঠকে বসবেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে শিবসেনা বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়লেও শেষে বিজেপির সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে কংগ্রেস ও এনসিপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠন করেন উদ্ধব ঠাকরে। যদিও ২০২২ সালে রাজনীতির ‘কূট চালে’ ভেঙে যায় মহা বিকাশ আঘাড়ির সরকার। এর পর গত দুই বছরে রাজনীতির দাবায় বহু চমক দেখেছে মহারাষ্ট্রবাসী। শিবসেনায়, এনসিপিতে ভাঙন ধরিয়ে সরকার গড়েছে গেরুয়া শিবির। তবে দল ভাঙলেও ভেঙে পড়েননি বালাসাহেবের পুত্র। কংগ্রেস ও শরদ পাওয়ারকে পাশে নিয়ে বিজেপি বধের অস্ত্র সাজাচ্ছিলেন তিনি।

প্রশ্নফাঁস রুখতে পদক্ষেপ কেন্দ্রের, নিট পরীক্ষা হবে অনলাইনেই

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। দেশজুড়ে তোলপাড় চলছে। কেন এখনও নীরব মোদি, এই প্রশ্নও তুলছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যেই অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জানা গেল, আগামী বছর থেকে আর খাতা-কলমে নয়, অনলাইনেই হতে পারে নিট পরীক্ষা। সোম বা মঙ্গলবারই হতে পারে ঘোষণা। এমনটাই দাবি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের। এদিকে জানা গিয়েছে, এবছরের বাতিল ইউজিসি-নেট পরীক্ষা হতে পারে ২১ অগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

নিট পরীক্ষা কাগজ ও কলমেই নেওয়া হয়। প্রশ্ন থাকে এমসিকিউ ধরনের। কিন্তু এবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেন) ও জেইই অ্যাডভান্সডের মতো কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষাগুলোর মতোই নিট পরীক্ষাও নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে অন্তত তিনটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, এবিষয়ে সিদ্ধান্ত একরকম পাকা হয়ে গিয়েছে। আর দু-একদিনের মধ্যেই ঘোষণা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৮ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর ঘোষণা করেছিলেন ২০১৯ সাল থেকে নিট অনলাইনে নেওয়া হবে এবং বছরে দুবার পরীক্ষা হবে। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে আপত্তি জানানো হয় এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। ফলে শিক্ষা মন্ত্রক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুক্তি ছিল, অনলাইনে পরীক্ষা হলে গরিব ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা খুবই সমস্যার উদ্রেক করবে।

নিট অর্থাৎ সর্বভারতীয় অভিন্ন মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ পরীক্ষার্থী নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেন এই নিটের পিছনে। অথচ সেই পরীক্ষাতেই বিরাট কেলেঙ্কারি অভিযোগ উঠেছে। সম্ভবত দুর্নীতির অঙ্কটা কয়েক হাজার কোটির। প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, কেলেঙ্কারির জাল ছড়িয়ে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, হরিয়ানা, গুজরাত, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক-সহ একাধিক রাজ্যে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের নয়া পরিকল্পনা নিয়ে গুঞ্জন ছড়াল।

ক্ষমা চাইতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে: অমর্ত্য সেন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মন্তব্যের জেরেই এবার প্রধানমন্ত্রীকে ‘অহংকারী’ বলে আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি মুসলিমদের কাছে তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুললেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন।

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে দেশবাসীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মা-বোনেদের গয়না ছিনিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু বোঝাতে তিনি বলেছিলেন, ‘যাঁদের অধিক সন্তান হয়’ এবং ‘বহিরাগত’। প্রধানমন্ত্রীর মুখে এমন মন্তব্যে দেশজুড়ে শুরু হয় বিতর্ক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি নরেন্দ্র মোদির বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ওয়ার’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অমর্ত্য সেন বলেন, ‘দেশের ২০ কোটি মুসলিম নাগরিককে অসম্মান করে রেহাই পাবেন না প্রধানমন্ত্রী। তিনি আমাদের সকলকে অসম্মান করেছেন। তাঁর মন্তব্যে তাঁর সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট। ভারত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এমন চিন্তাভাবনা যথেষ্ট উদ্বেগের।’

শুধু তাই নয়, ভোট প্রচারে নিজেকে ‘ঈশ্বরের দূত’ হিসেবে দাবি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সে প্রসঙ্গে অমর্ত্য বলেন, ‘হয় তিনি একজন মেগ্যালোম্যানিয়াক। না হয় সম্পূর্ণ ভ্রমে রয়েছেন।’ প্রধানমন্ত্রীকে অহংকারী বলে আক্রমণ শানতে নোবেলজয়ী বলেন, ‘অত্যন্ত অহংকারী দেশের প্রধানমন্ত্রী। যেভাবে উনি নিজেকে জাহির করেন এবং বিরোধীদের অবহেলা করেন তাতে ওনার অহংকার স্পষ্ট। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও শরিকদের ভরসায় তাঁকে লোকসভায় বসতে হয়েছে।’

লোকসভার ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী আরও বলেন, ‘ভারত যে হিন্দুরাষ্ট্র নয়, ভোটের ফলাফলে সেটাই স্পষ্ট করে দিয়েছে দেশের জনগণ।’ রামমন্দির প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারতকে হিন্দুত্বের নিরিখে তুলে ধরতে অনেক খরচ করে রামমন্দির বানানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আর্থিক বৈষম্যের কথাও। তিনি বলেন, ‘ধনীদের উপর নির্ভরশীলতা বেশি এবং দরিদ্রদের অবহেলার প্রথা বহু দিন ধরেই এই সরকারে চলছে। যে মন্ত্রিসভা হয়েছে, তা আগের মন্ত্রিসভার মতোই। মন্ত্রীরা সব একই। একটু রদবদল হলেও, রাজনৈতিক ভাবে যাঁরা শক্তিশালী, তাঁরা এখনও শক্তিশালীই।’

এবার সেনায় যোগ দিচ্ছে ‘রোবোটিক কুকুর’

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: আত্মনির্ভর ভারত সেনার আধুনিকীকরণে কিনেছে কুকুরের আকারে রোবোটিক মাল্টি-ইউটিলিটি লেগড ইকুইপমেন্ট বা মিউলস। এই ধরনের ২৫টি মিউলস-এর সমীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। খুব শিগগির রোবোটিক কুকুরগুলি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চলেছে।

গত বছর সেপ্টেম্বরে মাসে জরুরি ভিত্তিতে ১০০টি রোবোটিক কুকুর কেনার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ২৫টি চারপেয়ে রোবোট সেনায় যোগ দিতে চলেছে। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, কুকুরগুলি সেনার জন্য কার্যকরি হলে এগুলি আরও কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, দিল্লির এক সংস্থা সেনার জন্য এই রোবোটিক কুকুরগুলি তৈরি করছে।

আসলে রোবোটিক কুকুরগুলিতে থার্মাল ক্যামেরা এবং সেন্সর লাগানো রয়েছে। এর মাধ্যমেই নজারদারি চালায়। অন্যদিকে দুর্গম ভূখণ্ডে, চরম আবহাওয়ায়, শত্রুপক্ষ গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, এমন এলাকায় জওয়ানদের পাঠানো ঝুঁকির হতে পারে, সেখানে সেনার এই চারপেয়ে সদস্যরা কাজ হাসিল করবে। এইসঙ্গে ভারী মাল বওয়াতেও কাজে আসবে মিউলস। সবচেয়ে সুবিধাজনক হল, রিমোটের মাধ্যমে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই রোবোটিক কুকুরগুলিকে। ছোট মাপের অস্ত্র দিয়েও সজ্জিতও করা যায়। সেই অস্ত্র ব্যবহার করে শত্রুপক্ষর বিরুদ্ধে হামলা চালাতেও সক্ষম রোবটগুলি।

ভারী বৃষ্টির জেরে গিরিডিতে ভাঙল নির্মীয়মাণ সেতুর একাংশ

রাঁচি, ৩০ জুন: বিহারের পর এ বার পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ড। ফের সেতু বিপর্যয়। শনিবার রাতে ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে একটি নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই।

ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি থেকে ২৩৫ কিলোমিটার দূরে দেওরি ব্লকে আরগা নদীর উপরে সেতুটি তৈরি করা হচ্ছিল। প্রবল বৃষ্টির কারণে নদীতে জলস্তর স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু জলের তোড়ে সেতুর একাংশ ভেসে যায়। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, গিরিডির প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে মানুষ যাতে সহজে পাশের রাজ্য বিহারের জামুই জেলায় যেতে পারে, সেই লক্ষ্যেই সেতুটি তৈরি করা হচ্ছিল।

এই প্রসঙ্গে গিরিডির সড়ক নির্মাণ দপ্তরের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার বিনয় কুমার সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, ‘সেতুর একাংশ ভেঙে গিয়েছে এবং একটি স্তম্ভ হেলে গিয়েছে। সেতুর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনর্নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিকাদারকে।’ তবে এই সেতু তৈরি করতে মোট কত টাকা খরচ হচ্ছে, তা খোলসা করতে চাননি তিনি। তবে জানা গিয়েছে, সেতুর যে অংশটি ভাঙা পড়েছে, সেটি মাত্র এক সপ্তাহ আগেই নির্মাণ করা হয়েছিল। ২৮ দিন ধরে চলেছিল সেতুর ওই অংশ নির্মাণের কাজ।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মাত্র ৯ দিনের মধ্যে বিহারে পাঁচটি সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। গত সপ্তাহে বিহারের মধুবনী জেলার ভেজা থানার মাধেপুর ব্লকে ৭৫ মিটার দীর্ঘ একটি সেতু তৈরির কাজ চলছিল। বিগত তিন বছর ধরে সেতুটি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই ধসে পড়ে কোশী নদীর উপরে নির্মীয়মাণ ওই সেতুটি। বৃহস্পতিবারই বিহারের কিসানগঞ্জ জেলায় একটি সেতু ভেঙে পড়ে। তার আগে ২৩ জুন পূর্ব চম্পারণ জেলায়, ২২ জুন সিওয়ানে এবং ১৯ জুন আরারিয়ায় তিনটি সেতু ভেঙে পড়ে।

পঞ্জাবে গ্রেপ্তার খালিস্তানি লখবীর গ্যাংয়ের ৫ সদস্য

চণ্ডীগড়, ৩০ জুন: কানাডার মাটিতে বসে ভারতের মাটিতে অপরাধ চক্রের জাল বিছিয়েছে খালিস্তানি জঙ্গি লখবীর সিং লান্ডা। খুন, তোলাবাজি থেকে মাদক পাচার পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবাধে চলছিল অপরাধ। তদন্তে নেমে টানা ১৫ দিন অভিযান চালিয়ে লখবীর গ্যাংয়ের ৫ সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পঞ্জাব পুলিশ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে মাদকের পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ৪ বিদেশি বন্দুক।

রবিবার পঞ্জাব পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ‘খালিস্তানি জঙ্গি লখবীর গ্যাংয়ের সদস্যদের খোঁজে গত ১৫ দিন ধরে অভিযান চালাচ্ছিল জলন্ধর পুলিশ কমিশনারেট। পাকিস্তান থেকে অস্ত্রের পাশাপাশি মাদক পাচার, তোলাবাজি, খুনের মতো একাধিক অপরাধে যুক্ত ছিল অভিযুক্তরা। পঞ্জাবের একাধিক জেলায় অপরাধ চক্র চালাচ্ছিল এই লখবীর গ্যাং। তদন্তে নেমে ৫ জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪ বিদেশি পিস্তল।’ উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরে কানাডা নিবাসী খালিস্তানি নেতা লখবীর লান্ডাকে জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ৩৩ বছর বয়সি লখবীর খালিস্তানি সংগঠন বাবর খালসা ইন্টারন্যাশনালের সদস্য। ২০২১ সালে মোহালিতে পঞ্জাব পুলিশের সদর দপ্তরে রকেট হামলা চালানোর ছক কষেছিল এই লখবীর।

বাইডেনের শারীরিক অবস্থা ভালো না, গুঞ্জন হোয়াইট হাউসে

ওয়াশিংটন, ৩০ জুন: আগামী নভেম্বরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। অথচ ডেমোক্র্যাট প্রার্থী তথা এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্টের মসনদে বসা জো বাইডেনের সুস্থতা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। বলা হচ্ছে, ৮১ বছরের নেতা নাকি সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্তই সবচেয়ে ভালো কর্মক্ষম থাকেন। এর বাইরে বাকি সময়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিদেশ সফরে গেলেও তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো থাকে না। হোয়াইট হাউস সূত্রেই এমন গুঞ্জন ভাসতে শুরু করেছে।

বলা হচ্ছে, শারীরিক ক্লান্তি, পাশাপাশি অন্যমনস্কতা ও স্মৃতিভ্রংশের সমস্যাও রয়েছে বাইডেনের। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলতে দেখা গিয়েছে বাইডেনকে। এই অবস্থায় ‘প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে’ অংশ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে তিনি যেভাবে বেকায়দায় পড়েছিলেন তাও নজর এড়ায়নি কারও। ডেমোক্র্যাটরা রীতিমতো আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাইডেনকে দেখে। তাঁদের মতে, বাইডেনকে দেখতে ও শুনতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছে। যেন তিনি সম্পূর্ণ বেমানান!

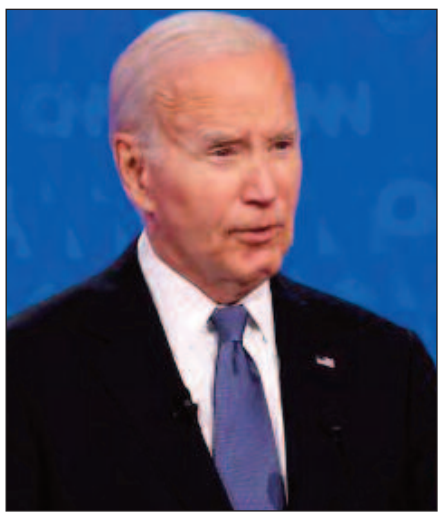

সম্প্রতি সিএনএনের আটলান্টা স্টুডিওয় মুখোমুখি হয়েছিলেন ট্রাম্প ও বাইডেন। সেখানে দেখা যায়, বাইডেন মোটেই স্বচ্ছন্দ নন। সুযোগ বুঝে সেই প্রসঙ্গ তুলে ট্রাম্পও খোঁচা দিয়েছেন। তাঁর মতে, আমি সত্যিই বুঝিনি উনি একটি বাক্যের শেষে কী যেন বললেন! এবং আমি নিশ্চিত উনি নিজেও বোঝেননি। গুঞ্জন, যেহেতু রাত ৯টায় বাইডেন বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন, তাই সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাঁর ‘পারফরম্যান্স’ ভালো থাকে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্তই। যত সময় গড়ায়, ততই তিনি অসংলগ্ন হয়ে পড়েন।

এত বিতর্কের মধ্যে মুখ খুলেছেন বাইডেনও। নর্থ ক্যারোলিনায় এক সভায় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমি জানি, আমি তরুণ নই। আমি আর তেমন ভাবে হাঁটতে পারি না, যেমনটা পারতাম। কথাও তেমন ভাবে বলতে পারি না, যেমন বলতাম। আমি বিতর্কও আর আগের মতো পারি না। কিন্তু এটা আমি জানি, সত্যি কী করে বলতে হয়।দ ওয়াকিবহাল মহলের মতে, যতই বাইডেনের নিজের সপক্ষে যুক্তি দিন, যত সময় যাচ্ছে ততই প্রশ্নটা জোরালো হতে শুরু করেছে।

নির্বাচনী প্রাক মুহূর্তে বাপস শ্রীস্বামীনারায়ণ মন্দিরে সুনাক

লন্ডন, ৩০ জুন: হিন্দু ধর্মই তাঁর অনুপ্রেরণা। লন্ডনের মন্দিরে পুজো দিতে এসে এমনটাই জানালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। শনিবার স্ত্রী অক্ষতা মূর্তিকে নিয়ে বাপস শ্রীস্বামীনারায়ণ মন্দিরে গিয়েছিলেন তিনি। আগামী ৪ জুলাই ব্রিটেনে নির্বাচন। তার ঠিক আগেই ধর্ম তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করে সে কথা জানালেন সুনাক।

তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমি একজন হিন্দু। এবং আপনাদের মতোই আমিও আমার ধর্মবিশ্বাস থেকে অনুপ্রেরণা পাই। পার্লামেন্টের একজন সদস্য হিসেবে ভগবদ্গীতায় হাত রেখে শপথ নেওয়ার সময় আমি গর্ব অনুভব করি। সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, আমার ধর্মবিশ্বাস আমাকে শিখিয়েছে নিজের কর্তব্য করে যেতে। আমার অভিভাবকদের থেকে এটা আমি জেনেছি। আর এভাবেই আমি আমার জীবনটা বাঁচি এবং বাঁচতে চেষ্টা করি। আমার মেয়েরা যখন বড় হবে ওদেরও এই শিক্ষা দিতে চাই। ধর্মই আমাকে পথ দেখিয়েছে জনসেবার পথে এগিয়ে যেতে।

উল্লেখ্য, ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই রাজনীতিবিদ বরাবরই তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবমূর্তির পরিচয় দিয়েছেন। এর আগে ইসকন মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। বিভিন্ন সময়েই সেখানকার হিন্দু মন্দিরে যেতে দেখা গিয়েছে সুনাককে। ‘জয় সিয়া রাম’ ধ্বনি তুলতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

আগামী ৪ জুলাই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন। সেখানে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত কয়েকমাসে কনজারভেটিভ পার্টির প্রতি ব্রিটেনের আমজনতার আস্থা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। একের পর এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ ফল করতে পারে কনজারভেটিভ পার্টি। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্মেই নিজের আস্থাকে নতুন করে বুঝে নিতে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন তিনি।

উত্তর কোরিয়ার সরকারি আধিকারিকদের বুকে সর্বাধিনায়কের ছবি!

পিয়ংইয়ং, ৩০ জুন: কিম জং উন। উত্তর কোরিয়ার সর্বাধিনায়ক। কিম রাজার আপন দেশে আইন কানুন কতটা কড়া সেকথা গোটা বিশ্ব জানে। তিনি চান নিঃশর্ত আনুগত্য। আর এবার দেখা গেল সেদেশের সরকারি আধিকারিকরা বুকে সর্বাধিনায়কের ছবিও লাগাচ্ছেন! এতদিন কিমের বাবা ও ঠাকুর্দার ছবি শোভা পেতে দেখা গিয়েছে এভাবে। এবার বাবা-দাদুর জুতোয় পা গলিয়ে ‘অমরত্বের’ দিকে আরও একধাপ বাড়ালেন কিম। তাঁর লক্ষ্যই তো তাই। একজন ‘কাল্ট লিডার’ হয়ে ওঠা। সেপথেই নয়া পদক্ষেপ করলেন তিনি।

উত্তর কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির অষ্টম

সেন্ট্রাল কমিটির দশম প্লেনারি মিটিং ছিল রবিবার। আর সেদিনই দেখা গেল উপস্থিত সরকারি আধিকারিকদের বুকের বাঁদিকে রয়েছে যে পিন, তাতে দৃশ্যমান কিম জং উনের পোট্রেট। সেদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এমন ছবি যেখানে দেখা যাচ্ছে বাবা ও ঠাকুর্দার ছবির পাশেই দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে কিমের ছবি।

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই উত্তর কোরিয়ায় কিম রাজত্বের সূচনা। কিমের বাবা জম জং ২ এবং ঠাকুর্দা কিম ২ সাংয়ের পর দেশের মসনদে বসেছেন কিম। একই ভাবে তিনিও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চান। তাই মাঝে মাঝেই নানা নির্দেশ দিতে থাকেন। গত এপ্রিলেই প্রকাশিত হয়েছিল মিউজিক ভিডিও। সেখানে কিমকে ‘বন্ধুবৎসল বাবা’ ও ‘মহান নেতা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরিয়ান সেন্ট্রাল টেলিভিশন নামের সরকারি চ্যানেলে শোনানো হচ্ছে সেই গান। এর আগে জানা গিয়েছিল, কিমের নির্দেশ দেশের তরুণদের ‘শ্রদ্ধেয় বাবা’ বলে ডাকতে হবে তাঁকে। আসলে তাঁর বাবা-ঠাকুর্দাকেও এই নামেই ডাকা হত। তাই তিনিও এমন নিয়ম চালু করছেন। এবার আরও একধাপ এগিয়ে নিজের ছবি আধিকারিকদের বুকে লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করলেন তিনি।

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 22, KOLKATA, MONDAY
1 JULY 2024, PAGE 8

কলকাতা ১ জুলাই ২০২৪

শিরোপা জিতে রোহিত, ‘এর জন্য মরিয়া ছিলাম’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারিয়ারে কত অর্জন তাঁর। কত রান করেছেন, কত মাইলফলক পেরিয়েছেন, জিতেছেন কত ম্যাচ। অধিনায়ক রোহিত শর্মার অর্জনও কম নয়। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে একটা বৈশ্বিক শিরোপার অভাব ছিল তাঁর। সেই শিরোপা জিততে মরিয়া হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

অবশেষে গতকাল সেই অর্জন ধরা দিল রোহিতকে। বার্বাডোজের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। এই শিরোপা জয়ের পর আবেগে আপ্লুত রোহিত নিজেই ঘোষণা দিলেন, এটা তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা অর্জন। এই ট্রফি জয়ের জন্য মরিয়া ছিলেন তিনি।

ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে রোহিত বলেছেন, ‘এটাকেই সেরা সময় বলতে হবে। আমি এটাই বলতে পারি। এর কারণ, যতটা মরিয়া হয়ে আমি এটা জিততে চেয়েছি।’

রোহিত এরপর যোগ করেন, ‘এতগুলো বছর ধরে আমি যত রান করেছি, এটা একটা ব্যাপার। কিন্তু আমি পরিসংখ্যানের ভক্ত নই। আমি ভারতের জন্য ম্যাচ জয়ের কথা ভাবি, ভারতের জন্য ট্রফি জয়ের কথা ভাবি। সব সময় আমি এটার দিকেই তাকিয়ে থাকি।’

স্নায়ুক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ৭ রানে জেতা ফাইনাল শেষে রোহিতের শরীরী ভাষাও বলছিল, ট্রফিটি পেয়ে তিনি আবেগে কতটা ভেসে গেছেন আর কতটাই বা স্বস্তি পেয়েছেন! ম্যাচ শেষে মাঠেই শুয়ে পড়েছেন রোহিত। সেটা ছিল দেখার মতো এক দৃশ্য;মাঠে শুয়ে পড়ে পরম স্বস্তিতে চোখ বুজে আছেন রোহিত।

ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে রোহিতের সামনে বিষয়টি তুলে ধরা হলে তিনি বলেছেন, ‘আমি এটা খুব করে চেয়েছি। ওই মুহূর্তটার কথা ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন। আমি তখন কী ভাবছিলাম, সেটা বলতে চাই না। আমি বলতে চাই না, তখন আমার মনের মধ্যে কী চলছিল। কিন্তু আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে এটা খুব আবেগের মুহূর্ত ছিল।’

রোহিত এখানেই থামেননি। তিনি বলে চলেন, ‘যদি আমি নিজে মুহূর্তটা ধরে রাখতে পারতাম; কিন্তু সেটা হয় না। আপনি এটা করতে পারবেন না। কিন্তু আমি এটা সব সময় মনে রাখব। এমন মুহূর্তের জন্যই আপনি অপেক্ষা করেন এবং (তখন কী করবেন) পরিকল্পনা করেন না। এটা ঘটে যায়। কারণ, আপনি নির্দিষ্ট একটা বিষয়ের জন্য জীবনে মরিয়া থাকেন। আমার জীবনে এটার জন্য আমি মরিয়া ছিলাম। খুব খুশি যে এবার আমরা সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছি।’

পিচের বালি খেয়ে রোহিতের এ কেমন শিরোপা উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ ওভারে গড়ানো টান টান উত্তেজনার ফাইনালে ৭ রানে জিতে ভারতের খেলোয়াড়েরা আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, বিরাট কোহলিরা। এর মধ্যেই আবার পরম শান্তি আর স্বস্তিতে মাঠে শুয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুঝে থাকলেন রোহিত শর্মা।

নিজের ভাষায় জীবনের সেরা অর্জন কীভাবে উদ্‌যাপন করবেন, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না রোহিত। কী করবেন, সেটা না বুঝতে পেরেই হয়তো ভারতের অধিনায়ক সব সতীর্থদের ফেলে চলে গেলেন মাঠের ঠিক মাঝখানে, বার্বাডোজের পিচের ওপর। খানিক আগেই যে ২২ গজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে লড়াইয়ে হারিয়েছে ভারত।

পিচের কাছে গিয়ে শান্ত ও সৌম্যভাবে বসলেন রোহিত। এরপর পিচটাতে পরম মমতায় একটু হাত বোলালেন। আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে নিলেন পিচের ছোট্ট একটি টুকরা। আঙুল দিয়ে সেটা একটু নাড়িয়ে মুখে দিলেন রোহিত। এরপর আরেকটু বালু তুলে নিয়ে আবারও মুখে পুরলেন ভারত অধিনায়ক।

ম্যাচ শেষে অবশ্য রোহিতের এমন উদ্‌যাপন নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি। কিন্তু আইসিসি রোহিতের এই কাণ্ডের ভিডিও দিয়েছে তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। আর ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে রোহিত জানিয়েছেন তাঁর শিরোপা জয়ের অনুভূতি।

সংবাদ সম্মেলনে টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া রোহিত শিরোপা জয় নিয়ে বলেছেন, ‘আমি এটা খুব করে চেয়েছি। ওই মুহূর্তটার কথা ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন। আমি তখন কী ভাবছিলাম, সেটা বলতে চাই না। আমি বলতে চাই না, তখন আমার মনের মধ্যে কী চলছিল। কিন্তু আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে এটা খুব আবেগের মুহূর্ত ছিল।’

রোহিত এরপর যোগ করেন, ‘এটাকেই সেরা সময় বলতে হবে। আমি এটাই বলতে পারি। এর কারণ, যতটা মরিয়া হয়ে আমি এটা জিততে চেয়েছি। আমি এটার জন্য মরিয়া ছিলাম। আমি কাপ জিততে চেয়েছি।’

চ্যাম্পিয়ন হয়েও কেন কাঁদলেন পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: কদিন আগেও দুয়োধ্বনি হার্দিক পান্ডিয়ার পিছু ছাড়ছিল না। আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস দলের অধিনায়ক হিসেবে দলটির বিশাল সমর্থকেরা তাঁকে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। দলটিতে পাঁচবার শিরোপা এনে দেওয়া রোহিত শর্মার জায়গায় অন্য কাউকে যেন কল্পনাই করতে পারেননি তাঁরা! পান্ডিয়ার দুর্ভাগ্য, দলের পারফরম্যান্সও ভালো ছিল না। ১০ দলের আইপিএলের পয়েন্ট তালিকার ১০ নম্বর দল হিসেবে টুর্নামেন্ট শেষ করে মুম্বাই।

সেই পান্ডিয়াই কাল ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা রাখলেন। চাপের মুখে ৪ ওভার বল করে ২০ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট, যার ২টি আবার হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলারের। শেষ ওভারে জয়ের জন্য যখন দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার ১৬ রান, তখন অধিনায়ক রোহিত বল তুলে দেন পান্ডিয়ার হাতে। তিনি মাত্র ৮ রান দিলে ৭ রানের জয় পায় ভারত। তাতে ১৭ বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তোলে ভারত।

মহাগুরুত্বপূর্ণ সেই ওভারের পর বার্বাডোজের ২২ গজে কান্নায় ভেঙে পড়েন পান্ডিয়া। কিছুক্ষণ পর তাঁকে টেনে তুলে বুকে নেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত। তবে পান্ডিয়ার কান্না এতটাই বেশি ছিল যে কারও কোনো সান্ত্বনাতেই থামছিল না। বোঝাই যাচ্ছিল, ভেতর থেকে বাঁধভাঙা কান্না উঠে আসছে তাঁর। শেষ পর্যন্ত মাঠের বাইরে গিয়ে মুখ ধুয়ে নেন পান্ডিয়া। এরপর তো শিরোপা জয়ের উদ্‌যাপনে ঢুকে পড়ে পুরো ভারতীয় দল।

আনন্দঘন সেই মুহূর্তেই টিভি সম্প্রচারকদের সঙ্গে কথা বলেন পান্ডিয়া, ‘এটা আমার জন্য খুবই আবেগঘন একটা মুহূর্ত, পুরো ভারত এমন কিছুর অপেক্ষায় ছিল।’

পান্ডিয়া নিজের কথাটা বললেন এরপর, ‘বিশেষ করে আমার জন্য। বিশেষ করে গত ছয় মাস, আমি একটা কথাও বলিনি। আমার সঙ্গে যা হয়েছে, তা ঠিক ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, এমন একটা সময় আসবে, যখন আমি জ্বলে উঠব। আজকের মতো এমন সুযোগ পাওয়া এবং সেটিকে কাজে লাগাতে পারায় মুহূর্তটা আরও স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।’

রান তাড়ার একটা পর্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের জন্য দরকার ছিল ৩০ বলে ৩০ রান। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা শুনিয়েছেন পান্ডিয়া, ‘আমরা সব সময়ই বিশ্বাস করেছি, শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি যেন চাপটা ওদের ওপর ফিরিয়ে দেওয়া যায়। শেষ ওভারে আমি জানতাম আমাকে পরিকল্পনাটা ঠিকমতো বাস্তবায়ন করতে হবে। আমি এর আগেও এমন পরিস্থিতিতে ছিলাম, এ ধরনের চাপের মুহূর্ত আমি বরং উপভোগ করি।’

পান্ডিয়া কথাটা শেষ করতে পারেননি। পাশ থেকে তাঁর অধিনায়ক রোহিত এসে সাক্ষাৎকারের মাঝেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। এরপর আবারও ভারতীয়দের হইচই শুরু। অনুমান করাই যায়, লম্বা সময় পর আইসিসি ট্রফি জেতা ভারতীয়দের উদ্‌যাপন চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। আজ সকালে আবার পান্ডিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রফি কোলে নিয়ে ছবি পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘শুভ সকাল ভারত। এটা স্বপ্ন নয়, সত্যি। আমরা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন।’

বুঝতেই পারছেন, ২০২৪ সালের শুরু থেকে সমালোচনায় পিষ্ট পান্ডিয়া এখন শিরোপা জয়ের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছেন।

কোহলি-রোহিতের পর অবসর নিলেন জাদেজাও

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বললেন রবীন্দ্র জাদেজাও। বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ের এক দিন পর ইনস্টাগ্রাম বার্তায় অবসরের ঘোষণা দেন এই বাঁহাতি। ৩৫ বছর বয়সী জাদেজা ভারতের হয়ে ৭৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন।

অবসর-ঘোষণার বার্তায় জাদেজা লিখেছেন, ‘কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানাচ্ছি। গৌরবের সঙ্গে দ্রুতবেগে ছুটে চলা ঘোড়ার মতো আমি সব সময়ই দেশের জন্য সেরাটা দিয়েছি এবং অন্যান্য সংস্করণে সেটা করে যাব। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ অর্জন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, যেটা জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। সব স্মৃতি, উল্লাস আর বিরামহীন সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।’

জাদেজা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খুব বেশি আলো ছড়াতে পারেননি। ৫ ইনিংসে ব্যাট করে দুটিতে অপরাজিতসহ করেন ৩৫ রান। আর ৭ ইনিংসে বল করে উইকেট নেন মাত্র একটি। রোহিত ও কোহলি অবসর নেওয়ায় ভারতের আগামীর টি-টোয়েন্টি যে বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে, সে দলে হয়তো বয়সজনিত কারণে জাদেজারও শেষ দেখে ফেলতেন। তবে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়ে নিজ থেকেই সরে গেলেন জাদেজা।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৭৪ ম্যাচের ৪১ ইনিংসে ব্যাট করে ১২৭.১৬ স্ট্রাইক রেটে ৫১৫ রান করেছেন জাদেজা। আর ৭১ ইনিংসে বল হাতে নিয়ে ৭.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫৪ উইকেট।

পরের বিশ্বকাপ খেলবে কারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘কিং ইজ ডেড, লং লিভ দ্য কিং’;গতকাল রাতেই নতুন রাজা পেয়ে গেছে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। ১৭ বছর পর আবারও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। তবে দুই বছর পরই আবারও বিশ্ব জয়ের লড়াইয়ে নামতে হবে তাদের। ২০ ওভারের ক্রিকেটের পরের বিশ্বকাপটা ২০২৬ সালে। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে হবে সেটি।

এবারের মতোই ২০২৬ সালেও ২০ দল খেলবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সেই ২০ দলের ৯টি নিশ্চিত হয়ে গেছে এরই মধ্যে। আরও তিনটি দলের অংশগ্রহণও প্রায় নিশ্চিত। আজ আইসিসি দলীয় র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করার পরই ‘প্রায়’ শব্দটা ঝরে পড়বে। বাকি আটটি দল ভারত-শ্রীলঙ্কায় যাবে বাছাইপর্ব পেরিয়ে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলাকালেই শুরু হয়ে গেছে সেই বাছাইপর্বের পথচলা। ৯ জুন ইতালিতে ইউরোপের সাব-রিজিওনাল কোয়ালিফায়ার ‘এ’ অঞ্চলের বাছাইপর্ব শুরু হয়। রোমে সাব-রিজিওনাল ফাইনালে রোমানিয়াকে হারিয়ে ইউরোপের রিজিওনাল ফাইনালে উঠে গেছে ইতালি। ইতালিসহ তিনটি সাব-রিজিওনাল চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে সেখানে খেলবে এবারের বিশ্বকাপ খেলা নেদারল্যান্ডস এবং স্কটল্যান্ডও। পাঁচ দলের লিগ পদ্ধতির রিজিওনাল ফাইনাল শেষে শীর্ষ দুটি দল সুযোগ পাবে ২০২৬ বিশ্বকাপে।

আয়োজক-স্বত্ব পেয়ে ভারত ও শ্রীলঙ্কা ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করেছে ২০২১ সালেই। এবারের বিশ্বকাপটাও পরের বিশ্বকাপের ‘বাছাইপর্ব’ হিসেবে কাজ করেছে। এবারের বিশ্বকাপের সুপার এইটে উঠে ২০২৬ বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়ে গেছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রও। ২০২৬ বিশ্বকাপের সহ, আয়োজক শ্রীলঙ্কা এবার প্রথম রাউন্ড থেকেই বাদ পড়ায় র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সরাসরি সুযোগ পাচ্ছে আরও তিনটি দল। ভারতের মতো শ্রীলঙ্কাও সুপার এইটে উঠলে সুপার এইটের অন্য ছয়টি দল ও র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে চারটি দল সুযোগ পেত ২০২৬ বিশ্বকাপে।

সুপার এইটে উঠতে ব্যর্থ টেস্ট খেলুড়ে তিন দল পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের পরের বিশ্বকাপ খেলাও প্রায় নিশ্চিত র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে নিউজিল্যান্ড ছয়ে, পাকিস্তান সাতে ও আয়ারল্যান্ড আছে ১১ নম্বরে।

বাকি আট দলের দুটি যে ইউরোপের বাছাইপর্ব পেরিয়ে বিশ্বকাপে যাবে, সেটি তো আগেই বলা হয়েছে। বাকি ছয় দল সুযোগ পাবে আরও চারটি অঞ্চল থেকে। এদের মধ্যে দুটি করে দল যাবে এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্ব পেরিয়ে। একটি করে জায়গা বরাদ্দ পূর্ব এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও আমেরিকা অঞ্চলের জন্য। আমেরিকা অঞ্চলে খেলবে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলো।

পূর্ব এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রিজিওনাল ফাইনাল পর্বে সরাসরি খেলবে এবারের বিশ্বকাপ খেলা পাপুয়া নিউগিনি। এশিয়া অঞ্চলের বাছাইপর্বের রিজিওনাল ফাইনাল পর্বে সরাসরি খেলবে নেপাল এবং ওমান। আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের কাঠামো এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ২০২৫ সালে শেষ হবে বাছাইপর্ব।

জোড়া গোলে মেসিবিহীন আর্জেন্টিনাকে জেতালেন মার্তিনেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকায় পেরুর বিপক্ষে ম্যাচে মাঠে লিওনেল মেসির এবং ডাগআউটে কোচ লিওনেল স্কালোনির না থাকার কথা আগেই জানা গিয়েছিল। মেসি চোটের কারণে এবং স্কালোনি ছিলেন না নিষেধাজ্ঞায় পড়ে। কিন্তু নিয়মিত অধিনায়ক ও কোচকে ছাড়া সহজ জয়ই পেয়েছে আর্জেন্টিনা। মেসিবিহীন এ ম্যাচে আবারও জ্বলে উঠেছেন দারুণ ছন্দে থাকা লাওতারো মার্তিনেজ। তাঁর জোড়া গোলে গ্রুপ ‘এ’র শেষ ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে ২,০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা।

এই জয়ে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। দিনের অন্য ম্যাচে চিলিকে রুখে দিয়ে এই গ্রুপ থেকে আর্জেন্টিনার সঙ্গী হয়েছে কানাডা। গোলশূন্য ড্র হয়েছে ম্যাচটি।

ফ্লোরিডার হার্ড রক স্টেডিয়ামে একাদশে একাধিক পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামলেও আর্জেন্টিনার লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। শুরু থেকেই আক্রমণকে পাখির চোখ করে তারা। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই আক্রমণে গিয়ে পেরুর রক্ষণের পরীক্ষা নেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। গোলের জন্য মরিয়া আর্জেন্টিনা বলের দখল রেখে বারবার চেষ্টা করছিল পেরুর রক্ষণ দুর্গ ভেঙে গোল আদায়ের। কিন্তু জমাট রক্ষণের পাশাপাশি শরীরনির্ভর ফুটবল খেলে আর্জেন্টাইন আক্রমণভাগকে বেশ ভালোভাবেই আটকে রাখতে পেরেছিল পেরু।

ফলে আক্রমণ ও বল দখলে এগিয়ে থেকেও শুরুতে তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। এর মধ্যেই ম্যাচের ২৬ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত আর্জেন্টিনা। তবে ফ্রি,কিক থেকে লিয়ান্দ্রো পারাদেসের নেওয়া শট দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দিয়ে পেরুকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক পেদ্রো গায়াসি।

অন্যদিকে রক্ষণ সামলাতে ব্যস্ত সময় পার করায় খুব বেশি আক্রমণে যেতে পারেনি পেরু। প্রতি,আক্রমণ থেকে যে দু,একটি সুযোগ এসেছে, সেগুলোও গোল আদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ৪৪ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ আসে আর্জেন্টিনার সামনে। তবে দারুণ এক আক্রমণ থেকে জিওভানি লো সেলসোর নেওয়া শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন পেরু গোলরক্ষক গায়াসি।

বিরতির পর মাঠে নেমে শুরুতেই অবশ্য আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন মার্তিনেজ। দলীয় সমন্বয়ের এক আক্রমণ থেকে দি মারিয়ার পাসে গোলটি করেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার। ৫৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটাও প্রায় পেয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু কর্নার থেকে বল পেয়ে নিকোলাস তালিয়াফিকোর করা গোলটি বাতিল হয় ফাউলের কারণে।

ম্যাচের ৬৯ মিনিটে আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে বক্সের ভেতর হ্যান্ডবল করে আর্জেন্টিনাকে পেনাল্টি উপহার দেয় পেরু। কিন্তু পেনাল্টি থেকে ব্যবধান ২,০ করতে ব্যর্থ হন পারেদেস।

গোলরক্ষক ভুল দিকে ঝাঁপ দিলেও পারেদেসের শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ৮৬ মিনিটে আর্জেন্টিনা অবশ্য ঠিকই দ্বিতীয় গোলটি পেয়ে যায়। নিজের ও দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন মার্তিনেজ। এ নিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ৬ ম্যাচে ৭ গোল করলেন মার্তিনেজ। ম্যাচের বাকি সময়ে আর কোনো দল গোল না পেলে ২,০ ব্যবধানে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**